গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

(কাস্টমস)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২ জুন, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ১৬৪-আইন/২০১৬/২৬/কাস্টমস।- Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর section 219, উক্ত Act এর THIRD SCHEDULE এর Item 17 এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালা, ২০১২ বাতিলক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। **শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ**।- (১) এই বিধিমালা যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালা, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা Tourists Baggage (Import) Rules, 1981 এবং Privileged Persons (Customs Procedures) Rules, 2003 এর আওতাভুক্ত যাত্রী ব্যতীত সকল যাত্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায় -

(১) **"তফসিল"** অর্থ এই বিধিমালার কোন তফসিল;

(২) **"ব্যাগেজ"** অর্থ কোন যাত্রী কর্তৃক আমদানিকৃত যুক্তিসংগত পরিমাণের খাদ্যদ্রব্য, পরিধেয়, গৃহস্থালি বা অন্যবিধ ব্যক্তিগত সামগ্রী, যার প্রতিটি আইটেমের ওজন ১৫ কেজির অধিক নয়;

(৩) **"যাত্রী"** অর্থ বিদেশ হইতে আগত কোন যাত্রী।

৩। **আকাশ এবং জলপথে আগত যাত্রীর শুল্ক ও কর সুবিধা**।- (১) আকাশ এবং জলপথে আগত ১২ (বার) বৎসর বা তদূর্ধ্ব বয়সের যাত্রীর সংগে আনীত হাতব্যাগ, কেবিনব্যাগ বা অন্যবিধ উপায়ে আনীত মোট ৬৫ (পঁয়ষট্টি) কিলোগ্রাম ওজনের অতিরিক্ত নহে এইরূপ ব্যাগেজ সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে খালাসযোগ্য হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত ব্যাগেজের অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) কিলোগ্রাম ওজনের আনীত পরিধেয় বস্ত্র, ব্যক্তিগত ব্যবহার্য সামগ্রী, বই, সাময়িকী এবং পড়াশুনার সামগ্রী সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে খালাসযোগ্য হইবে।

(৩) ১২ (বার) বৎসরের কম বয়সের যাত্রীর ক্ষেত্রে অনধিক ৪০ (চল্লিশ) কিলোগ্রাম ওজনের একটি কার্টন, ব্যাগ বা বস্তায় আনীত ব্যক্তিগত ব্যাগেজ সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে খালাসযোগ্য হইবে, তবে বর্ণিত এই সুবিধা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার সুবিধা ১২ (বার) বৎসরের কম বয়সের যাত্রী প্রাপ্য হইবে না।

(৪) যাত্রীর সংগে আনীত হয় নাই এইরূপ ব্যাগেজ (unaccompanied baggage) তফসিল-১ এ বিধৃত ফরমে ঘোষণা প্রদান ও এই বিধিমালার সহিত সংগতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে খালাস করা যাইবে, তবে উক্ত ব্যাগেজ খালাসের সময় ঘোষণাপত্রের একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্মকর্তার নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(৫) এই বিধিতে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, একজন যাত্রী তফসিল-৩ এ উল্লিখিত পণ্যের প্রত্যেকটির একটি (মোবাইল ফোন দুইটি) করিয়া পণ্য সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে এবং তফসিল-২ এ উল্লিখিত পণ্যের প্রত্যেকটির একটি করিয়া পণ্য উক্ত তফসিলে উল্লিখিত শুল্ক ও কর পরিশোধ সাপেক্ষে আমদানি করিতে পারিবেন।

(৬) একজন বিদেশী পাসপোর্টধারী যাত্রী এক লিটার পর্যন্ত মদ বা মদ্য জাতীয় পানীয় (যেমন-স্পিরিট, বিয়ার, ইত্যাদি) সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে আমদানি করিতে পারিবেন।

(৭) কোন যাত্রী তফসিল-২ এবং তফসিল-৩ এ উল্লিখিত পণ্য বিদেশ হইতে সঙ্গে না আনিয়া থাকিলে তফসিল-৪ এ বিধৃত ফরমে উল্লেখক্রমে তাহা বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের সিটি সেলস্ সেন্টার হইতে যাত্রী আগমনের ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে ক্রয় করিতে পারিবেন।

(৮) একজন যাত্রী তাহার পেশাগত কাজে ব্যবহার্য এবং সহজে বহনযোগ্য যন্ত্রপাতি সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে আমদানি করিতে পারিবেন।

(৯) একজন যাত্রী অনধিক ১০০ (একশত) গ্রাম ওজনের স্বর্ণালংকার অথবা ২০০ (দুইশত) গ্রাম ওজনের রৌপ্যের অলংকার [এক প্রকার অলংকার ১২ (বার) টির

অধিক হইবে না] সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে আমদানি করিতে পারিবেন।

(১০) একজন যাত্রী বিদেশ হইতে দেশে আগমনকালে অনধিক ২৩৪ (দুইশত চৌত্রিশ) গ্রাম (বিশ তোলা) ওজনের স্বর্ণবার বা স্বর্ণপিণ্ড অথবা ২৩৪ (দুইশত চৌত্রিশ) গ্রাম (বিশ তোলা) ওজনের রৌপ্যবার বা রৌপ্যপিণ্ড সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ সাপেক্ষে আমদানি করিতে পারিবেন।

৪। **স্থল পথে আগত যাত্রীর জন্য সুবিধা**।- বিদেশে অবস্থানের মেয়াদ নির্বিশেষে স্থলপথে আগত একজন যাত্রী সর্বোচ্চ ৪০০ (চারশত) মার্কিন ডলার মূল্যের ব্যাগেজ সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে আমদানি করিতে পারিবেন।

৫। **অসুস্থ, পঙ্গু ও বৃদ্ধ যাত্রীর জন্য সুবিধা**।- আকাশপথ, জলপথ বা স্থলপথে আগত একজন অসুস্থ, পঙ্গু অথবা বৃদ্ধ যাত্রীর ব্যবহার্য চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও হুইল চেয়ার সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে খালাস করা যাইবে।

৬। **ক্রু, নাবিক এবং অন্যান্যদের জন্য সুবিধা**।- (১) পেশাগত দায়িত্ব পালন শেষে বিদেশ হইতে আগত বাংলাদেশী এয়ার লাইন্সে কর্তব্যরত কোন বাংলাদেশী ক্রু বা কর্মকর্তা এবং বাংলাদেশের কোন বিমান বন্দরে ফ্লাইট পরিচালনাকারী কোন বিদেশী এয়ার লাইন্সে কর্তব্যরত কোন বাংলাদেশী ক্রু বা কর্মকর্তা সর্বোচ্চ ৩০০ (তিনশত) মার্কিন ডলার মূল্যের ব্যাগেজ সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে আমদানি করিতে পারিবেন।

(২) বিদেশী সমুদ্রবন্দর হইতে আগমনকারী কোন জাহাজের বাংলাদেশী নাবিক বা কর্মকর্তা সর্বোচ্চ ৩০০ (তিনশত) মার্কিন ডলার মূল্যের ব্যাগেজ সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে আমদানি করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উলিখিত নাবিক বা কর্মকর্তা সাইন অফ (sign off) করিলে তিনি অনূর্ধ্ব ২,০০০ (দুই হাজার) মার্কিন ডলার মূল্যের ব্যাগেজ আরোপযোগ্য সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধক্রমে আমদানি করিতে পারিবেন।

(৪) বিদেশ হইতে আগত যাত্রীবাহী বাসের চালক ও স্টুয়ার্ডগণ (হেলপার বা এ্যাসিস্টেন্ট) পরিধেয় বস্ত্র, বিছানা (বেডিং) ও রন্ধনকৃত খাদ্য সামগ্রী এবং সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) মার্কিন ডলার মূল্যের ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালি পণ্য সকল প্রকার শুল্ক ও কর পরিশোধ ব্যতিরেকে আমদানি করিতে পারিবেন।

৭। **গ্রীণ এবং রেড চ্যানেল ব্যবহার।**- (১) কোন যাত্রী শুল্ক ও কর আরোপযোগ্য পণ্য বহন না করিলে তিনি বিমান বন্দরের গ্রীণ চ্যানেল (যদি থাকে) ব্যবহার করিতে পারিবেন।

(২) গ্রীণ চ্যানেল অতিক্রমকারী সর্বোচ্চ ৫% (শতকরা পাঁচ ভাগ) যাত্রীর ব্যাগেজ দৈবচয়নের ভিত্তিতে কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক স্ক্যানিং ও পরীক্ষা করা যাইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন কাস্টমস কর্মকর্তা, যুক্তিসংগত সন্দেহবশতঃ গ্রীণ চ্যানেল অতিক্রমকারী যে কোন যাত্রীর ব্যাগেজ স্ক্যানিং ও পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

৮। **সকল যাত্রীর জন্য কাস্টমস ঘোষণাপত্রের বিধান।**- (১) বিদেশ হইতে আগত সকল যাত্রীকে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট তফসিল-১ এ বর্ণিত ফরম পূরণ করিয়া ব্যাগেজ ঘোষণা প্রদান করিতে হইবে।

(২) যাত্রীর সংগে আনীত হয় নাই এমন ব্যাগেজ (unaccompanied baggage) এর ক্ষেত্রে কাস্টমস হল (Customs hall) বা কাস্টমস এলাকা ত্যাগ করিবার পূর্বেই যাত্রী কর্তৃক কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট তফসিল-১ এ বর্ণিত ফরম পূরণ করিয়া ব্যাগেজ ঘোষণা প্রদান করিতে হইবে।

(৩) ভুলবশতঃ অথবা অন্য কোন অনিবার্য কারণে উপ-বিধি (১) ও উপ-বিধি (২) এর বিধান মোতাবেক কোন যাত্রী কর্তৃক ঘোষণা প্রদান করা সম্ভব না হইলে আগমনের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট এ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার অব কাস্টমস এর নিম্নে নহেন এমন কাস্টমস কর্মকর্তার নিকট তফসিল-১ এ বর্ণিত ফরম পূরণ করিয়া তিনি ব্যাগেজ ঘোষণা প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) একজন যাত্রী ১ (এক) পঞ্জিকা বৎসরে মাত্র ১ (এক) বার unaccompanied baggage আনিতে পারিবেন।

৯। **মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে অব্যাহতি।**- এই বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন বাংলাদেশী নাগরিক বিদেশে মৃত্যুবরণ করিলে তাহার ব্যাগেজ সকল প্রকার শুল্ক ও কর প্রদান হইতে অব্যাহতি পাইবে।

১০। **বাণিজ্যিক পরিমাণে ব্যাগেজ আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক ও কর।**- এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন যাত্রী তফসিল-২ এবং

তফসিল-৩ এ উল্লিখিত পণ্যের অতিরিক্ত বা ভিন্ন কোন পণ্য (আমদানি নীতি আদেশ বা অন্য কোন আইনের আওতায় নিয়ন্ত্রিত বা নিষিদ্ধ পণ্য ব্যতীত), আমদানি করিলে প্রধান আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রক এর ছাড়পত্র উপস্থাপন সাপেক্ষে, ন্যায়-নির্ণয়নপূর্বক (adjudication) প্রদেয় সমুদয় শুল্ক-কর, অর্থদণ্ড ও জরিমানা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পরিশোধ সাপেক্ষে খালাস করিতে পারিবেন।

তফসিল-১

[বিধি ৩(৪), ৮(১), ৮(২) ও ৮(৩) দ্রষ্টব্য]

[ব্যাগেজ ঘোষণা ফরম]

১।	যাত্রীর নাম (Name of the Passenger)	ঃ		
২।	পাসপোর্ট নং (Passport Number)	ঃ		
৩।	জাতীয়তা (Nationality)	ঃ		
৪।	আগমনের তারিখ (Date of arrival)	ঃ	(দিন/মাস/বৎসর) (DD/MM/YYYY)	
৫।	ফ্লাইট নং (Flight No.)	ঃ		
৬।	ব্যাগেজের সংখ্যা (Number of baggage)	ঃ		
৭।	কোন দেশ হইতে আগমন (Country from where coming))	ঃ		
৮।	আপনি বিগত তিন মাসে যে সকল দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন (Countries where you have travelled for the last three months) ঃ	ঃ	দেশের নাম (Name of the country)	ভ্রমণের তারিখ (Travel Date)
		(ক)		
		(খ)		
		(গ)		
৯।	শুল্ক-কর আরোপযোগ্য আমদানিকৃত পণ্যের মোট মূল্য (টাকায়) [Total value of dutiable goods being imported (Tk.)]	ঃ		

১০। আপনি কী নিম্নবর্ণিত পণ্যসমূহ বাংলাদেশে আনিয়াছেন? (Are you bringing the following items into Bangladesh?) ঃ

(ক)	সংযুক্ত তফসিল-২ এ বর্ণিত একটির অধিক শুল্ককর আরোপযোগ্য কোন পণ্য (More than one of any goods which are dutitable as described on attached Schedule-2)	হাঁ/না (Yes/No)
(খ)	সংযুক্ত তফসিল-৩ এ বর্ণিত শুল্ক-কর মুক্ত একটির অধিক কোন পণ্য (মোবাইল ফোনের ক্ষেত্রে দুটির অধিক) [More than one of any goods (More than two for cellular phone) which are duty free as described on attached Schedule-3]	হাঁ/না (Yes/No
(গ)	আমদানি নিষিদ্ধ পণ্য (Prohibited articles)	হাঁ/না (Yes/No)
(ঘ)	স্বর্ণ বা রৌপ্যের তৈরী অলংকার (শুল্ক-করমুক্ত সীমার উর্ধ্বে) [Gold or Silver jewellery (over Free Alowance)]	হাঁ/না (Yes/No)
(ঙ)	স্বর্ণ বা রৌপ্যের বার বা পিণ্ড (প্রাপ্যতা সীমার উর্দ্ধে) (Gold or Silver Bar or Bullion more than entilement)	হাঁ/না (Yes/No)
(চ)	মাংস এবং মাংস দ্বারা তৈরী পণ্য/ডেইরী প্রোডাক্টস্/মাছ/পোলট্রি প্রোডাক্টস্ (Meat and meat products/dairy products/fish/poultry products)	হাঁ/না (Yes/No)
(ছ)	বীজ/গাছের চারা/ফলমূল/ফুল/অন্যান্য উদ্ভিজ্জ পণ্য (Seeds/plants /fruits/flowers/other planting materials)	হাঁ/না (Yes/No)
(জ)	দুই এর অধিক সেলুলার ফোন (Cellular phone)	হাঁ/না (Yes/No)
(ঝ)	৫,০০০ (পাঁচ হাজার) মার্কিন ডলারের অতিরিক্ত বা তাহার সমপরিমাণ অর্থের অধিক কোন বৈদেশিক মুদ্রা (Foreign currency exceeding US $ 5,000 or equivalent)	হাঁ/না (Yes/No)

উপরের কোনো প্রশ্নের জবাব যদি হ্যাঁ হয়, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া রেড চ্যানেলে কর্তব্যরত কাস্টমস কর্মকর্তাকে অবহিত করুন (Please report to Customs Officer at the Red Channel counter in case answer to any of the above questions is 'Yes'.)

স্বাক্ষর (Signature) ঃ
রেভিনিউ অফিসার অব কাস্টমস
(Revenue officer of Customs)

যাত্রীর স্বাক্ষর (পাসপোর্ট অনুসারে)ঃ
Signature of the Passenger
(according to Passport)
তারিখ (Date) ঃ ";

তফসিল-২

[বিধি ৩(৫),৩(৭) ও ১০ দ্রষ্টব্য]

[শুল্ক-কর আরোপযোগ্য পণ্যের সংক্ষিপ্ত তালিকা]

(ক) ব্যক্তিগত এবং গৃহস্থালি কাজে ব্যবহৃত হয়না এমন কোন পণ্য।

(খ) বিধি-৩ এ বর্ণিত প্রাপ্যতা সীমার অতিরিক্ত আনীত ব্যাগেজ।

(গ) ব্যাগেজে আমদানিকৃত বাণিজ্যিক পরিমাণে যে কোন পণ্য;

(ঘ) নিম্নবর্ণিত গৃহস্থালি ও ব্যক্তিগত পণ্য ব্যাগেজ হিসাবে আমদানি হইলেও প্রতিটির পার্শ্বে উল্লিখিত নির্দিষ্ট পরিমাণ শুল্ক ও কর পরিশোধ করিতে হইবে :

ক্রমিক নং	পণ্যের বর্ণনা	শুল্ক-কর এর পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)
১।	Plasma, LCD, TFT, LED ও অনুরূপ প্রযুক্তির টেলিভিশন	
	(ক) ২২" - ২৯" পর্যন্ত	৫,০০০/- টাকা
	(খ) ৩০" - ৩৬" পর্যন্ত	১০,০০০/- টাকা
	(গ) ৩৭" - ৪২" পর্যন্ত	২০,০০০/- টাকা
	(ঘ) ৪৩" - ৪৬" পর্যন্ত	৩০,০০০/- টাকা
	(ঙ) ৪৭" - ৫২" পর্যন্ত	৫০,০০০/- টাকা
	(চ) ৫৩" থেকে তদূর্ধ্ব	৭০,০০০/- টাকা
২।	৪ (চার) এর অধিক তবে সর্বোচ্চ ৮ টি স্পীকারসহ (মিউজিক সেন্টার)/স্পীকার নির্বিশেষে হোম থিয়েটার (সিডি/ ভিসিডি/ ডিভিডি/ এলডি/এমডি/বু রেডিস্ক সেট)	৮,০০০/- টাকা

ক্রমিক নং	পণ্যের বর্ণনা	শুল্ক-কর এর পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)
৩।	রেফ্রিজারেটর/ডিপ ফ্রিজার	৫,০০০/- টাকা
৪।	এয়ার কুলার/এয়ার কন্ডিশনার	
	(ক) উইনডো টাইপ (window type)	৭,০০০/- টাকা
	(খ) স্প্লিট টাইপ (split type upto 18000 BTU)	১৫,০০০/- টাকা
	(গ) স্প্লিট টাইপ (split type above 18000 BTU)	২০,০০০/- টাকা
৫।	ডিশ এন্টেনা	৭,০০০/- টাকা
৬।	স্বর্ণবার বা স্বর্ণপিণ্ড (সর্বোচ্চ ২৩৪ গ্রাম বা ২০ তোলা)	প্রতি ১১.৬৬৪ গ্রাম ৩০০০/- টাকা
৭।	রৌপ্যবার বা রৌপ্যপিণ্ড (সর্বোচ্চ ২৩৪ গ্রাম বা ২০ তোলা)	প্রতি ১১.৬৬৪ গ্রাম ৬/- টাকা
৮।	HD Cam, DV Cam, BETA Cam এবং Professional কাজে ব্যবহৃত হয় এরূপ ক্যামেরা	১৫,০০০/- টাকা
৯।	এয়ারগান/এয়ার রাইফেল (বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য)	৫,০০০/- টাকা
১০।	ঝাড়বাতি	৩০০/- টাকা (প্রতি পয়েন্ট)
১১ ।	কার্পেট ১৫ বর্গমিটার পর্যন্ত	১৫০/- টাকা (প্রতি বর্গমিটার)
১২।	ডিশ ওয়াশার/ওয়াশিং মেশিন/ক্লথ ড্রাইয়ার	৩,০০০/- টাকা

তফসিল-৩

[বিধি ৩(৫), ৩(৭) ও ১০ দ্রষ্টব্য]

[শুল্ক ও কর মুক্ত পণ্যের তালিকা]

ক্রমিক	পণ্যের নাম
১	ক্যাসেট প্লেয়ার/টু-ইন-ওয়ান ;
২	ডিস্কম্যান/ওয়াকম্যান (অডিও) ;
৩	বহনযোগ্য অডিও সিডি প্লেয়ার ;
৪	ডেস্কটপ/ল্যাপটপ কম্পিউটার (একটি ইউপিএস সহ) ;
৫	কম্পিউটার স্ক্যানার ;
৬	কম্পিউটার প্রিন্টার ;
৭	ফ্যাক্স মেশিন;

৮	ভিডিও ক্যামেরা (HD Cam, DV Cam, BETA Cam এবং Professional কাজে ব্যবহৃত হয় এরূপ ক্যামেরা ব্যতীত) ;
৯	স্টীল ক্যামেরা /ডিজিটাল ক্যামেরা ;
১০	সাধারণ/পুশবাটন/কর্ডলেস টেলিফোন সেট ;
১১	সাধারণ/ইলেকট্রিক ওভেন/ মাইক্রোওয়েভ ওভেন ;
১২	রাইস কুকার/প্রেসার কুকার/গ্যাস ওভেন (বার্নারসহ)
১৩	টোস্টার/স্যান্ডউইচ মেকার/ব্লেন্ডার/ফুড প্রসেসর/জুসার/ কফি মেকার;
১৪	সাধারণ ও বৈদ্যুতিক টাইপরাইটার ;
১৫	গৃহস্থালি সেলাই মেশিন (ম্যানুয়াল/ বৈদ্যুতিক) ;
১৬	টেবিল/ প্যাডেস্টাল ফ্যান/গৃহস্থালি সিলিং ফ্যান ;
১৭	স্পোর্টস সরঞ্জাম (ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য);
১৮	১০০ গ্রাম ওজনের স্বর্ণালংকার ও ২০০ গ্রাম ওজনের রৌপ্য অলংকার (এক প্রকার অলংকার ১২টির অধিক হইবে না);
১৯	১ কার্টন (২০০ শলাকা) সিগারেট ;
২০	২১" পর্যন্ত Plasma, LCD, TFT, LED অনুরূপ প্রযুক্তির টেলিভিশন ও ২৯" পর্যন্ত (CRT) সাদাকালো/রঙ্গিন টেলিভিশন ;
২১	ভিসিআর/ভিসিপি ;
২২	সাধারণ সিডি ও দুইটি স্পীকারসহ কম্পোনেন্ট (মিউজিক সেন্টার) (সিডি/ ভিসিডি/ডিভিডি/এলডি/ এমডি সেট);
২৩	৪ (চার) টি স্পীকারসহ কম্পোনেন্ট (মিউজিক সেন্টার) সিডি/ভিসিডি/ ডিভিডি/এলডি/ এমডি/ ব্লু রেডিস্ক প্লেয়ার ;
২৪	এলসিডি কম্পিউটার মনিটর (টিভি সুবিধা থাকুক বা নাই থাকুক) ১৯" পর্যন্ত;
২৫	দুইটি মোবাইল/ সেলুলার ফোন সেট

তফসিল-৪

[বিধি ৩ (৭) দ্রষ্টব্য]

পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত ফরম

[ঘোষিত পণ্য যাত্রী আগমণের সাত কার্যদিবসের মধ্যে ক্রয় করিতে হইবে]

১। যাত্রীর নাম ঃ

২। পাসপোর্ট নং ঃ

৩। ফ্লাইট নং ঃ

৪। আগমণের তারিখ ঃ

৫। তফসিল-২ এবং তফসিল-৩ ভুক্ত যে সকল পণ্য বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের সিটি সেলস্ সেন্টার হইতে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক (এই বিধিমালার অধীনে প্রাপ্যতা অনুসারে তফসিল-২ এবং তফসিল-

৩ ভুক্ত যে সকল পণ্য সংগে আনা হইয়াছে, তাহার সাথে সমন্বয় করিয়া দায়িত্বে নিয়োজিত কাস্টমস কর্মকর্তা যাত্রী কর্তৃক ঘোষিত পণ্যের প্রাপ্যতা নির্ধারণ করিবেন)ঃ

ক্রমিক নং	পণ্যের বর্ণনা	সংখ্যা

যাত্রীর স্বাক্ষর

এ্যাসিস্টেন্ট রেভিনিউ অফিসার
অব কাস্টমস এর স্বাক্ষর
(নামীয় সীলসহ)

এ্যাসিস্টেন্ট/ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস
(Assistant/Deputy Commissioner of Customs)
এর স্বাক্ষর
(নামীয় সীলসহ)

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ নজিবুর রহমান)
চেয়ারম্যান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

(কাস্টমস)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২ জুন, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

এস,আর,ও নং- ১৭৪-আইন/২০১৬/৩৬/কাস্টমস।- Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর section 219(1), THIRD SCHEDULE এর item 21 এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**।- এই বিধিমালা কাস্টমস এজেন্ট লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(ক) **"আইন"** অর্থ, Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969);

(খ) **"কাস্টমস এজেন্ট"** অর্থ আইনের section 207 এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কাস্টমস স্টেশনে নিজস্ব পণ্য পরিবহনের জন্য হউক বা না হউক, কোন যানবাহনের প্রবেশ বা প্রস্থান অথবা কোন পণ্য বা ব্যাগেজের আমদানি বা রপ্তানি সংশ্লিষ্ট কাজ সম্পাদনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(গ) **"কাস্টমস সরকার"** অর্থ বিধি ১৭ এর অধীন নিযুক্ত কাস্টমস সরকার;

(ঘ) **"কাস্টমস স্টেশন"** অর্থ আইনের section 2(k) তে সংজ্ঞায়িত কাস্টমস স্টেশন;

(ঙ) **"কাস্টম হাউস"** অর্থ আইনের section 9(e) অনুসারে ঘোষিত কাস্টম হাউস;

(চ) **"কোম্পানি"** অর্থ কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ২(ঘ) তে সংজ্ঞায়িত কোম্পানি;

(ছ) **"গ্রাহক"** অর্থ এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যিনি বিদেশ হইতে কোন পণ্য আমদানি বা বিদেশে কোন পণ্য রপ্তানি করেন;

(জ) **"ফরম"** অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত ফরম;

(ঝ) **"ফার্ম"** অর্থ Partnership Act, 1932 (Act No. IX of 1932) এর section 4 এ সংজ্ঞায়িত ফার্ম;

(ঞ) **"বোর্ড"** অর্থ আইনের section 2 (e) এ সংজ্ঞায়িত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড;

(ট) **"রেফারেন্স লাইসেন্স"** অর্থ বিধি ১১ এর অধীন প্রদত্ত রেফারেন্স লাইসেন্স;

(ঠ) **"লাইসেন্স"** অর্থ কাস্টমস এজেন্ট হিসাবে কার্য সম্পাদনের জন্য বিধি ৫ এর অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স; এবং

(ড) **"লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ"** অর্থ বিধি ৩ এর অধীন গঠিত লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ।

৩। **লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ**।- (১) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কাস্টমস এজেন্ট লাইসেন্স প্রদান করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) কাস্টম হাউসে কর্মরত একজন অতিরিক্ত কমিশনার এবং একজন ডেপুটি কমিশনার; অথবা

(খ) কাস্টম হাউসে অতিরিক্ত কমিশনার না থাকিলে একজন যুগ্ম কমিশনার এবং একজন সহকারী কমিশনার।

(৩) উপ-বিধি (২) এর দফা (ক) এর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কমিশনার সভাপতি ও ডেপুটি কমিশনার সদস্য-সচিব হইবেন এবং দফা (খ) এর ক্ষেত্রে যুগ্ম-কমিশনার সভাপতি এবং সহকারী কমিশনার সদস্য-সচিব হইবেন।

৪। **লাইসেন্স প্রদানে বোর্ডের পূর্বানুমতি**।- (১) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স প্রদান করিবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশনের বিদ্যমান লাইসেন্স সংখ্যা, বিগত ৫ (পাঁচ) বৎসরের আমদানি-রপ্তানির পরিসংখ্যান এবং নূতন লাইসেন্স প্রদানের যৌক্তিকতা উল্লেখপূর্বক অনুমতি গ্রহণের জন্য বোর্ডে লিখিতভাবে আবেদন করিবে।

(২) বোর্ড উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর উহা যাচাই-বাছাইপূর্বক লাইসেন্স প্রদানের যৌক্তিকতা বিবেচনা করিয়া সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউসকে লাইসেন্স প্রদানের অনুমতি প্রদান করিবে।

৫। **লাইসেন্স প্রদান**।- (১) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বিধি ৪ এর উপ-বিধি (২) অনুসারে বোর্ড হইতে অনুমতি প্রাপ্তির ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে লাইসেন্স প্রার্থীগণের নিকট হইতে ফরম-'ক' মোতাবেক আবেদন চাহিয়া ১০ (দশ) কার্য দিবস সময় প্রদানপূর্বক সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউসের নোটিশ বোর্ডে এবং একটি বাংলা ও একটি ইংরেজী জাতীয় দৈনিক ও একটি স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবে।

(২) আবেদনকারীকে লাইসেন্সের জন্য নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রাদিসহ লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে, যথাঃ–

(১) জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত কপি;

(২) আর্থিক স্বচ্ছতার স্বপক্ষে ব্যাংকের সনদপত্র;

(৩) ই-টিআইএন সনদপত্র [E-Taxpayer Identification Number (e-TIN)];

(৪) আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সর্বশেষ নিরূপিত আয়ের সার্টিফিকেট বা আয়কর নির্ধারণী আদেশের (আই,টি-৮৮) কপি;

(৫) ট্রেড লাইসেন্সের হালনাগাদ সত্যায়িত কপি;

(৬) Customs Act, 1969, মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১, আমদানি ও রপ্তানি নীতি এবং কাস্টমস প্রক্রিয়া সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রমাণ সম্পর্কিত প্রত্যয়ন পত্র (যদি থাকে);

(৭) অন্যূন স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রীর সনদপত্রের সত্যায়িত কপি;

(৮) আবেদনকারী নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে, তাহার এলাকার চেয়ারম্যান বা ওয়ার্ড কমিশনার অথবা জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এর অধীন নবম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যায়িত চারিত্রিক সনদপত্র;

(৯) আবেদনকারী কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ অনুযায়ী কোম্পানি হইলে কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন এবং আর্টিকেল অব এসোসিয়েশনের কপি এবং Partnership Act, 1932 অনুযায়ী যৌথ মালিকানাধীন ফার্ম হইলে যৌথ কারবারের চুক্তিপত্রের সত্যায়িত কপি;

(১০) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের অনুকূলে আবেদন ফি হিসাবে ৫ (পাঁচ) হাজার টাকার অফেরতযোগ্য ট্রেজারী চালান বা ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার;

(১১) আবেদনকারীকে আবেদনপত্রের সহিত নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে এই মর্মে প্রত্যায়নপত্র দাখিল করিতে হইবে যে, আবেদনকারীর অনুকূলে ব্যক্তি মালিকানাধীন বা অংশীদারী (Partnership) বা যৌথ মালিকানাধীন বা কোম্পানির নামে ইতোপূর্বে এই বিধিমালার অধীন কোন লাইসেন্স প্রদান করা হয় নাই।

(৩) কোম্পানি বা ফার্মের ক্ষেত্রে উপ-বিধি (২) এর দফা (১), (৭) এবং (৮) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(৪) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হইবার পরবর্তী ১৫ (পনের) কার্য দিবসের মধ্যে আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত কাগজপত্র যাচাই-বাছাইপূর্বক আবেদনপত্রটি প্রাথমিকভাবে গ্রহণ করিবে অথবা কোন তথ্যের প্রয়োজন হইলে উহা সরবরাহ করিবার জন্য আবেদনকারীকে নির্দেশ দিতে পারিবে অথবা যুক্তিসঙ্গত কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদনপত্রটি বাতিল করিবে।

(৫) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (৪) এর অধীন আবেদনপত্র বাতিল করিলে অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে আবেদনকারীকে অবহিত করিতে হইবে।

(৬) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (৪) এর অধীন আবেদনপত্র প্রাথমিকভাবে গৃহীত হইবার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক কৃতকার্য আবেদনকারীকে নিম্নবর্ণিত ফিসহ দলিলাদি দাখিল করিবার নির্দেশ প্রদান করিবে, যথাঃ-

(ক) কাস্টম হাউসের ক্ষেত্রে ১০ (দশ) হাজার টাকা এবং স্থল কাস্টমস স্টেশনের ক্ষেত্রে ৫ (পাঁচ) হাজার টাকার ট্রেজারী চালান বা ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার;

(খ) কাস্টম হাউসে কাস্টমস এজেন্ট হিসাবে কাজ করিবার ক্ষেত্রে ৩ (তিন) লক্ষ টাকা এবং স্থল কাস্টমস স্টেশনে কাজ করিবার ক্ষেত্রে ১.৫০ (এক দশমিক পাঁচ শূন্য) লক্ষ টাকা মূল্যমানের সঞ্চয়পত্র ফরম 'ঘ' পূরণপূর্বক দাখিল করিতে হইবে;

(গ) কাস্টম হাউসে কাস্টমস এজেন্ট হিসাবে কাজ করিবার ক্ষেত্রে ১ (এক) লক্ষ টাকা এবং স্থল কাস্টমস স্টেশনে কাজ করিবার

ক্ষেত্রে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকার বন্ড ফরম 'ঙ' অনুসারে দাখিল করিতে হইবে;

(ঘ) লাইসেন্সের অধীন কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগের অঙ্গীকারনামা;

(ঙ) প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রযুক্তির সক্ষমতার বিবরণী;

(চ) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বরাবর সততা, নিষ্ঠা ও পেশাগত দক্ষতার সহিত দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকারনামা;

(ছ) বিধি ৮ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বিদেশী মালিকানাধীন কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধনের সনদপত্র।

(৭) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (৬) এ উল্লিখিত দলিলাদি যাচাই-বাছাইপূর্বক দলিলাদি প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১৫ (পনের) কার্য দিবসের মধ্যে ফরম-চ তে আবেদনকারীকে কাস্টমস এজেন্ট লাইসেন্স প্রদান করিবে।

(৮) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (৭) এর উল্লিখিত সময়ের মধ্যে লাইসেন্স প্রদানে ব্যর্থ হইলে উহার যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক বোর্ডের নিকট সময় বৃদ্ধির আবেদন করিতে পারিবে এবং বোর্ড লাইসেন্স প্রদানের জন্য সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) কার্য দিবস সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

৬। **নিজস্ব পণ্য খালাসের (Self Clearance) জন্য লাইসেন্স প্রদান**।- কোন ব্যক্তি তদ্‌কর্তৃক আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য পণ্য নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে খালাস করিবার জন্য এই বিধিমালার অধীন লাইসেন্স প্রাপ্তির সকল শর্ত পূরণপূর্বক আবেদন করিলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ যাচাই-বাছাইপূর্বক বিধি ৫ অনুসারে শুধুমাত্র নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের পণ্য খালাসের জন্য ফরম 'খ' অনুযায়ী আবেদনকারীকে লাইসেন্স প্রদান করিবে।

৭। **লাইসেন্সের মেয়াদ**।- এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত লাইসেন্সের মেয়াদ হইবে লাইসেন্স প্রদানের তারিখ হইতে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বৎসর।

৮। **লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ**।- এই বিধিমালার অন্যান্য বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সম্পূর্ণ বিদেশী মালিকানাধীন কোন প্রতিষ্ঠানকে এই বিধিমালার আওতায় লাইসেন্স প্রদান করা যাইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, দেশী ও বিদেশী যৌথ মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি লাইসেন্স পাইবার যোগ্য হইবে, যদি বিদেশী মালিক বা মালিকদের শেয়ার ধারণের পরিমাণ উক্ত কোম্পানির মোট শেয়ারের শতকরা ৪০ (চল্লিশ) এর অধিক না হয়।

৯। **লাইসেন্স নবায়ন**।- (১) লাইসেন্সের মেয়াদ অতিক্রান্ত হইবার ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্যদিবস পূর্বে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট কাস্টম হাউসের ক্ষেত্রে ১০ (দশ) হাজার টাকা এবং স্থল কাস্টমস স্টেশনের ক্ষেত্রে ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা নবায়ন ফি পরিশোধপূর্বক কাস্টমস এজেন্টকে লাইসেন্স নবায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত দলিলাদিসহ আবেদন করিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) মূল লাইসেন্সের কপি;

(খ) হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের কপি;

(গ) হালনাগাদ আয়কর সনদের কপি;

(ঘ) হালনাগাদ অফিস ভাড়ার চুক্তিপত্র এবং উক্তরূপ ভাড়ার বিপরীতে পরিশোধিত মূসক চালানের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ;

(ঙ) নবায়ন ফি ও উহার উপর প্রযোজ্য মূসক পরিশোধের চালানের কপি; এবং

(চ) স্ব-স্ব দপ্তর সংশ্লিষ্ট ক্লিয়ারিং এন্ড ফরোয়ার্ডিং (সিএন্ডএফ) এসোসিয়েশন এর সদস্যভুক্তির সনদপত্র।

(২) কাস্টমস এজেন্ট উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে আবেদন করিতে ব্যর্থ হইলে উপযুক্ত কারণ উল্লেখপূর্বক লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট সময়বৃদ্ধির আবেদন করিতে পারিবে এবং লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ উক্ত কারণ যাচাই-বাছাইপূর্বক সন্তুষ্ট হইয়া দুই দফায় প্রতিবার ১৫ (পনের) দিন করিয়া সর্বমোট ৩০ (ত্রিশ) দিন সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৩) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত দলিলাদি এবং সংশ্লিষ্ট কাস্টমস এজেন্ট এর বিগত মেয়াদের কার্যক্রম যাচাই-বাছাইপূর্বক আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে পরবর্তী ৫(পাঁচ) বৎসর মেয়াদে লাইসেন্সটি নবায়ন করিবে।

(৪) লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে রেফারেন্স লাইসেন্স হিসাবে অন্য কাস্টম হাউসের কার্যক্রম বিবেচনা করা যাইবে।

(৫) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত কারণে লাইসেন্স নবায়ন করিবে না, যথা :-

(ক) কাস্টমস এজেন্ট এর কার্যক্রম সন্তোষজনক না হইলে;

(খ) লাইসেন্সি Customs Act, 1969 এর আওতায় মিথ্যা ঘোষণাসহ আইন বহির্ভূত চালান খালাসের সহিত সংশ্লিষ্ট

হইয়া উচ্চ ঝুঁকির কাস্টমস এজেন্ট হিসাবে পরিগণিত হইলে;

(গ) Customs Act, 1969, মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১, আমদানি ও রপ্তানি নীতি এবং শুল্কায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে কাস্টমস এজেন্ট এর বাস্তব অভিজ্ঞতা সন্তোষজনক না হইলে; বা

(ঘ) কাস্টমস এজেন্ট এর বিরুদ্ধে শুল্কায়ন সংক্রান্ত কোন মামলা অথবা সরকারী পাওনা বকেয়া থাকিলে।

(৬) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (৫) এ উল্লিখিত কোন একটি কারণে লাইসেন্স নবায়ন না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে কাস্টমস এজেন্টকে আবেদন প্রাপ্তির ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

১০। **লাইসেন্সের অধিক্ষেত্র**।- এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত লাইসেন্সের অধিক্ষেত্র হইবে লাইসেন্সে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট কাস্টমস বন্দর, কাস্টম হাউস বা কাস্টমস স্টেশন।

১১। রেফারেন্স লাইসেন্স।- কোন কাস্টমস এজেন্ট মূল লাইসেন্সে উল্লিখিত কাস্টমস স্টেশন ব্যতীত অন্য কোন কাস্টমস স্টেশনের রেফারেন্স লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য মূল লাইসেন্সের কপি এবং বিধি ৫ এ বর্ণিত দলিলাদিসহ ফরম-গ অনুযায়ী আবেদন করিতে পারিবে এবং লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ উক্ত দলিলাদি যাচাই-বাছাইপূর্বক আবেদনকারীর মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে রেফারেন্স লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কাস্টমস এজেন্ট এর ন্যূনতম ১০ (দশ) বৎসরের সন্তোষজনক কার্যক্রম পরিচালনা করিবার অভিজ্ঞতা থাকিলে বিধি ৫ এর দফা (২) এর উপ-দফা (৭) প্রযোজ্য হইবে না।

১২। লাইসেন্সের অনুলিপি প্রদান।- (১) লাইসেন্স হারাইয়া গেলে বা যে কোন প্রকারে নষ্ট হইয়া গেলে সংশ্লিষ্ট কাস্টমস এজেন্ট ২,৫০০/- (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা ফি পরিশোধপূর্বক লিখিত আবেদন করিলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ লাইসেন্সের একটি অবিকল নকল প্রদান করিবে।

(২) এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স হারাইয়া গেলে সংশ্লিষ্ট থানায় সাধারণ ডায়েরী করিতে হইবে এবং উহার একটি অনুলিপি আবেদনের সহিত দাখিল করিতে হইবে।

১৩। **লাইসেন্সের গঠনগত পরিবর্তন বা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ**।- এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত কোন লাইসেন্স নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত, গঠনগত পরিবর্তন সাধন বা হস্তান্তরযোগ্য হইবে না, যথাঃ-

(ক) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বিদ্যমান লাইসেন্স Partnership Act, 1932 এবং কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর আওতায় যথাক্রমে অংশীদারী প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানিতে রূপান্তরের মাধ্যমে লাইসেন্সের গঠনগত পরিবর্তন সাধন করা যাইবে। তবে অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অংশীদার এবং কোম্পানির ক্ষেত্রে পরিচালকগণকে বিধি ৫ অনুসারে যোগ্যতা যাচাই পরীক্ষায় অংশগ্রহণপূর্বক উত্তীর্ণ হইতে হইবে;

(খ) কোন কাস্টমস এজেন্ট এর মৃত্যুজনিত কারণে তাহার কোন বৈধ উত্তরাধিকারী তাহার মৃত্যুর ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে বিষয়টি অবহিত করিবে এবং একাধিক বৈধ উত্তরাধিকারী থাকিবার ক্ষেত্রে অন্যান্য বৈধ উত্তরাধিকারীদের অনাপত্তিপত্র গ্রহণপূর্বক কাস্টমস এজেন্ট এর মৃত্যুর ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বরাবর লিখিতভাবে আবেদন করিতে হইবে;

(গ) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বৈধ উত্তরাধিকারীর আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে বিধি ৫ অনুসারে যোগ্যতা যাচাইয়ের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক উপযুক্ত মনে করিলে কাস্টমস এজেন্ট এর বৈধ উত্তরাধিকারীর অনুকূলে লাইসেন্স হস্তান্তর করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কাস্টমস এজেন্ট এর মৃত্যুর ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে তাহার বৈধ উত্তরাধিকারী হইতে উপরোক্ত মর্মে কোন তথ্য ও আবেদন পাওয়া না গেলে লাইসেন্সটি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

১৪। কাস্টমস এজেন্ট এর দায়িত্ব ও কর্তব্য।- এই বিধিমালার অধীন কাস্টমস এজেন্ট এর দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ-

(ক) ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি হিসাবে কাস্টমস এজেন্টকে প্রদত্ত ক্ষমতা অর্পণের পত্র (authorisation letter) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা;

(খ) গ্রাহক হইতে প্রাপ্ত আমদানি ও রপ্তানি সংশ্লিষ্ট দলিলাদি যথাযথভাবে যাচাইপূর্বক ইলেকট্রনিক বা ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) বিল অব এন্ট্রি বা বিল অব এক্সপোর্ট (যেক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য) দাখিল করিয়া যথাযথ ডকুমেন্টসসহ

[শুল্ক মূল্যায়ন (আমদানি পণ্যের মূল্য নির্ধারণ) বিধিমালা, ২০০০ এর বিধান অনুযায়ী মূল্য ঘোষণা ফরমসহ] কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা;

(গ) গ্রাহক আইন অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করেন নাই বা কোন দলিলে কোন মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করিয়াছেন, তদসম্পর্কে অবগত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উহা লিখিতভাবে কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা;

(ঘ) কাস্টমস সংশ্লিষ্ট কার্য সম্পাদনে গ্রাহককে সঠিক তথ্য প্রদান করা;

(ঙ) কাস্টমস সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে অবহিত করা;

(চ) গ্রাহকের নিকট হইতে সরকারের কোন পাওনা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা এবং সরকারের নিকট হইতে গ্রাহকের পাওনা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে গ্রাহককে প্রদান করা;

(ছ) কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কোন কাজে অযাচিত প্রভাব বিস্তার না করা;

(জ) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কাস্টমস স্টেশনের রেকর্ড বা কাস্টমস কর্তৃপক্ষের অধিকারে থাকা কোন তথ্য সংগ্রহ না করা;

(ঝ) লাইসেন্স সংশ্লিষ্ট কাজে এমন কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ না করা, যাহার লাইসেন্সের আবেদন বা কাস্টমস সরকার পারমিট ইস্যুর আবেদন প্রত্যাখাত হইয়াছে বা বাতিল করা হইয়াছে;

(ঞ) কাস্টমস স্টেশনের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে কোন অর্থ ধার বা কর্জ হিসাবে প্রদান না করা এবং এইরূপ কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক গৃহীত ধার বা কর্জ পরিশোধের জন্য জিম্মাদার না হওয়া;

(ট) কাস্টমস এজেন্ট এর ব্যবসায়িক অফিসের ঠিকানা পরিবর্তন হইলে, উক্ত পরিবর্তন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষকে উহা লিখিতভাবে অবগত করা;

(ঠ) লাইসেন্স সংশ্লিষ্ট আর্থিক লেনদেনের পূর্ণাঙ্গ দলিল এবং উহা দ্বারা ব্যবস্থিত সকল কাস্টমস দলিল, চিঠি, বিল ও হিসাব কমপক্ষে ৩ (তিন) বৎসর সময়ের জন্য নিজস্ব দপ্তরে সংরক্ষণ ও মজুদ রাখা;

(ড) কাস্টমস প্রক্রিয়া অসম্পন্ন থাকাবস্থায় কোন বিল অব এন্ট্রি বা বিল অব এক্সপোর্ট নিজের দখলে না রাখা;

(ঢ) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত কোনো কাস্টমস কর্মকর্তা দফা (ঠ) এ বর্ণিত কোন দলিল তলব করিলে উহা উপস্থাপন করা এবং উহার কোন অংশ গোপন, অপসারণ বা ধ্বংস না করা; এবং

(ণ) কাস্টমস সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে যথাযথ জ্ঞান, দক্ষতা, নিষ্ঠা প্রদর্শনের মাধ্যমে কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করা।

১৫। স্বাক্ষর প্রদানের ক্ষমতা।- লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে কাস্টমস এজেন্ট তাহার পক্ষে কাস্টমস সংক্রান্ত দলিলপত্রে স্বাক্ষর করিবার জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তিকে ফরম-ছ এর নমুনা অনুযায়ী দলিল স্বাক্ষরের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

১৬। কাস্টমস সরকার নিয়োগ ও যোগ্যতা।- (১) কাস্টমস এজেন্ট এর পক্ষে শুল্কায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করিবার লক্ষ্যে কাস্টমস এজেন্ট একজন কাস্টমস সরকার নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) কাস্টমস এজেন্ট কাস্টমস সরকার নিয়োগের উদ্দেশ্যে, কাস্টমস সরকার পারমিট ইস্যুর জন্য সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর নিম্নবর্ণিত কাগজাদিসহ লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিবে, যথাঃ-

(ক) জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত কপি;

(খ) অন্যূন উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণের সনদপত্রের সত্যায়িত কপি;

(গ) নিজ এলাকার চেয়ারম্যান বা ওয়ার্ড কমিশনার অথবা জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এর অধীন নবম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যায়িত চারিত্রিক সনদপত্র;

(ঘ) Customs Act, 1969 মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১, আমদানি ও রপ্তানি নীতি এবং শুল্কায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে কাস্টমস এজেন্ট এর বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রমাণ সম্পর্কিত প্রত্যায়নপত্র (যদি থাকে)।

(৩) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ আইন ও তদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি সম্পর্কে পারমিট প্রার্থীর জ্ঞান ও গ্রাহককে যথাযথ সেবা প্রদানের যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে কাস্টমস সরকার পারমিট ইস্যু করিবে।

(৪) কাস্টমস এজেন্ট উপ–ধারা (৩) অনুসারে প্রাপ্ত কাস্টমস সরকার পারমিটের ভিত্তিতে কাস্টমস সরকার নিয়োগ করিবে।

(৫) কাস্টমস সরকার পারমিটের মেয়াদ হইবে লাইসেন্স প্রদান বা নবায়নের তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) বৎসর।

১৭। **কাস্টমস সরকার পারমিট নবায়ন ও বাতিল**।- (১) বিধি ২১ এ বর্ণিত যে সকল কারণে লাইসেন্স বাতিল হইবে সেই একই কারণে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কাস্টমস সরকার পারমিট বাতিল করিতে পারিবেন।

(২) মূল বা রেফারেন্স লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিত হইলে সংশ্লিষ্ট কাস্টমস সরকার পারমিট বাতিল বা স্থগিত মর্মে গণ্য হইবে।

(৩) মূল বা রেফারেন্স লাইসেন্স নবায়ন সাপেক্ষে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কাস্টমস সরকার পারমিট নবায়ন করা যাইবে।

১৮। কাস্টমস সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য।- কাস্টমস সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

(ক) কাস্টমস সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে যথাযথ জ্ঞান, দক্ষতা, নিষ্ঠার প্রদর্শন এবং উক্ত দায়িত্ব পালনে কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করা;

(খ) কাস্টমস সরকার নিজ কাস্টমস এজেন্টস এর পণ্য চালান ব্যতীত অন্য কোন পণ্য চালানের শুল্কায়ন বা খালাস এর সাথে যুক্ত হইতে পারিবেন না এবং একজন পারমিটধারী কাস্টমস সরকার একইসাথে শুধুমাত্র একটি লাইসেন্স এর অধীনে দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৯। **কমিশন ফি নির্ধারণ**।- বোর্ড, কাস্টমস এজেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত সেবার বিনিময়ে প্রাপ্য কমিশনের ফি এর সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

২০। **লাইসেন্স সাময়িক স্থগিতকরণ**।- লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোন কাস্টমস এজেন্ট এর অনুকূলে প্রদত্ত লাইসেন্স অবিলম্বে স্থগিত করা আবশ্যক, তাহা হইলে বিধি ২১ এর অধীন লাইসেন্স বাতিল করিবার পূর্বে লাইসেন্সের কার্যকারিতা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিতে পারিবে।

২১। **লাইসেন্স বাতিল এবং অর্থদন্ড আরোপ**।- (১) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত যে কোন কারণে কাস্টমস এজেন্টকে ১৫(পনের) দিনের মধ্যে কারণ দর্শাইবার সুযোগ প্রদান করিয়া তাহার লাইসেন্স বাতিলসহ উপ-বিধি (২) এর অধীন ক্ষেত্রমত অর্থদন্ড আরোপ করিতে পারিবে, যথাঃ-

(১) এই বিধিমালার কোন বিধান বা লাইসেন্সে উল্লিখিত কোন শর্ত ভঙ্গ করা হইলে;

(২) কর্তব্য পালনে অবহেলা, দীর্ঘসূত্রিতা বা অদক্ষতা প্রদর্শন করা হইলে;

(৩) কাস্টমস কর্মকর্তাগণের সহিত অসৌজন্যমূলক আচরণ করা হইলে;

(৪) নিজ গ্রাহকের আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য পণ্যের চালান সম্পর্কে কোন মিথ্যা ঘোষণা উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রে কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে যথাযথ সহযোগিতা প্রদানে ব্যর্থ হইলে;

(৫) কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক চাহিত তাহার আর্থিক লেনদেনের পূর্ণাঙ্গ দলিল, উহা দ্বারা ব্যবস্থিত সকল কাস্টমস দলিল এবং কাস্টমস সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল চিঠি, বিল, হিসাব গোপন, অপসারণ বা ধ্বংস করিলে অথবা কাস্টমস কর্মকর্তাকে উক্ত রেকর্ডসমূহ দেখাইতে অস্বীকৃতি জানাইলে;

(৬) ভয়-ভীতি, মিথ্যা অভিযোগ, বলপ্রয়োগ বা কোন অন্যায় সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কাস্টমস কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে প্রভাবিত করিলে;

(৭) গ্রাহক কর্তৃক কোন মিথ্যা তথ্যের মাধ্যমে শুল্ক-কর ফাঁকির ঘটনা সম্পর্কে অবগত হইবার পর কাস্টমস কর্মকর্তার নিকট উক্ত তথ্য না জানাইলে;

(৮) নিজ গ্রাহক কর্তৃক শুল্ক-কর ফাঁকির ঘটনায় সহযোগিতা করিলে;

(৯) প্রযোজ্য কোন শুল্ক-কর ফাঁকি বা প্রচলিত আইনের অধীনে আরোপিত শর্ত বা নিষেধাজ্ঞা এড়াইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে কোন জাল দলিল প্রস্তুত করিয়া কাস্টমস কর্মকর্তার নিকট দাখিল করিলে;

(১০) প্রযোজ্য কোন শুল্ক-কর পরিহার করিলে;

(১১) যথসময়ে লাইসেন্স নবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ ও নবায়ন না করিলে;

(১২) মূল লাইসেন্সির মৃত্যুর ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে উক্ত মৃত্যু সংবাদ লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত না করিলে বা বৈধ উত্তরাধিকারী উক্ত সময়ের মধ্যে লাইসেন্সটি তাঁহার অনুকূলে হস্তান্তরের বিষয়ে আবেদন না করিলে;

(১৩) গ্রাহকের নিকট হইতে বিধি বহির্ভূত অর্থ আদায় বা তাহাকে অন্য কোনরূপে হয়রানি করিলে;

(১৪) কাস্টমস প্রক্রিয়া অসম্পন্ন থাকাবস্থায় কোন বিল অব এন্ট্রি বা বিল অব এক্সপোর্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অন্যূন ২ (দুই) বার লিখিতভাবে দাখিলের তাগিদ প্রদানের পরও উহা দাখিল না করিলে; এবং

(১৫) এই বিধিমালার অধীন অর্পিত কোন দায়িত্ব পালন না করিলে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন লাইসেন্স বাতিলসহ লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কাস্টমস এজেন্টকে, ক্ষেত্রমত, নিম্নরূপ অর্থদন্ড আরোপ করিতে পারিবে, যথাঃ-

(ক) কাস্টমস এজেন্ট এর কর্মকান্ড শুল্ক-কর ফাঁকির সহিত সংশ্লিষ্ট না হইলে অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা হইতে অন্যূর্ধ্ব ২ (দুই) লক্ষ টাকা;

(খ) কাস্টমস এজেন্ট কর্তৃক শুল্ক-কর ফাঁকির প্রচেষ্টা করা হইলে এবং উক্ত কর ফাঁকি সংঘটিত না হওয়া সত্বেও উক্ত ফাঁকি সংঘটিত হইলে যে পরিমাণ রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হইত উহার অনধিক ২৫ (পঁচিশ) শতাংশ অথবা ১ (এক) লক্ষ টাকার মধ্যে যাহা অধিক হয়; অথবা

(গ) কাস্টমস এজেন্ট এর কর্মকান্ডের ফলে যে পরিমাণ শুল্ক-কর ফাঁকি হইয়াছে উহার অনধিক দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ কিংবা অন্যূন ২(দুই) লক্ষ টাকা বা উহাদের মধ্যে যাহা অধিক হয়।

(৩) উপ-বিধি (১) এবং (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিধি ৯ এর উপ-বিধি (৫) এর আওতায় গৃহীত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে কাস্টমস এজেন্ট এর বিরুদ্ধে কোন মামলা বা দাবীনামা চলমান থাকিলে উহা নিষ্পত্তি বা চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত লাইসেন্স বাতিল বা অর্থদন্ডের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহন করা যাইবে না।

২২। আপীল।- বিধি ২১ এর অধীন লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত যে কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা কাস্টমস এজেন্ট এখতিয়ার সম্পন্ন কমিশনার অব কাস্টমস (আপীল) এর নিকট সিদ্ধান্ত প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে আপীল দায়ের করিতে পরিবেন এবং এই বিষয়ে উক্ত কমিশনার অব কাস্টমস (আপীল) এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

২৩। রহিতকরণ ও হেফাজতকরণ।- (১) কাস্টমস এজেন্ট (লাইসেন্সিং) বিধিমালা, ২০০৯, অতঃপর রহিত বিধিমালা বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত বিধিমালার অধীন কৃত বা চলমান কোন কার্যক্রম বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই বিধিমালা কার্যকর হইবার তারিখে এই বিধিমালার অধীন কৃত বা চলমান রহিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

"ফরম-ক"
কাস্টমস এজেন্ট লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন
(বিধি ৫ দ্রষ্টব্য)

পাসপোর্ট সাইজের ছবি ৩ (তিন) কপি

কোর্ট ফি স্ট্যাম্প

বরাবর,

সভাপতি
লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ

মহোদয়,

আমি/আমরা ---------- কাস্টমস এজেন্টস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০১৬ এর আওতায় কাস্টমস এজেন্টস হিসাবে ব্যবসা পরিচালনার জন্য আবেদন করিতেছি।

বিস্তারিত তথ্যাদি নিম্নে প্রদত্ত হইল, যথা ঃ-

১। আবেদনকারীর পূর্ণ নাম ঃ

২। জাতীয়তা ঃ

৩। প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ

৪। প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা ঃ

৫। ব্যবসার ধরন (ব্যক্তি মালিকানাধীন, যৌথ মালিকানাধীন, অংশীদারীত্বমূলক, লিমিটেড কোম্পানী ইত্যাদি) ঃ

৬। যৌথকারবারের ক্ষেত্রে অংশীদারগণ/পরিচালকগণ/ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণের নাম ঃ

৭। লাইসেন্সি কর্তৃক দলিলাদিতে স্বাক্ষরদানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির নাম ঃ

৮। আবেদনকারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

৯। ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন ও ভ্যাট নিবন্ধন নম্বর ঃ

১০। একাউন্ট নম্বরসহ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নাম ও ঠিকানা ঃ

১১। প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিয়োগকৃত জনবলের তালিকা ঃ

১২। লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হইয়া থাকিলে তাহার কারণ, আবেদনের তারিখ, রেফারেন্স ইত্যাদি উল্লেখ করিতে হইবে ঃ

আমি/আমরা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, আবেদনপত্রে উল্লিখিত তথ্যাদি এবং সংযুক্ত দলিলাদি সঠিক ও সত্য এবং আমি/আমরা কাস্টমস এজেন্টস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০১৬ পড়িয়াছি এবং আমি/আমরা নিশ্চয়তা প্রদান করিতেছি যে, লাইসেন্স পাইলে আমি/আমরা এই বিধিমালার বিধিনাবলীসহ প্রযোজ্য অন্যান্য সকল বিধানাবলী মানিয়া চলিব।

আপনার বিশ্বস্ত,

তারিখ ঃ

(আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও দাপ্তরিক সীল)

সংযুক্তি ঃ (বিধি ৫ এ উল্লিখিত দলিলাদি সংযুক্ত করিয়া সংযোজিত কাগজপত্রের তালিকা দিতে হইবে)

নোট ঃ আবেদনপত্রে কোন প্রকার ঘষামাজা গ্রহণযোগ্য হইবে না।

"ফরম-খ"

পাসপোর্ট সাইজের ছবি ৩ (তিন) কপি

নিজস্ব পণ্য খালাসের (Self Clearance) জন্য লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন
(বিধি ৬ দ্রষ্টব্য)

কোর্ট ফি স্ট্যাম্প

বরাবর,

সভাপতি
লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ

মহোদয়,

আমি/আমরা ---------- কাস্টমস এজেন্ট লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০১৬ এর আওতায় কাস্টমস এজেন্টস হিসাবে ব্যবসা পরিচালনার জন্য আবেদন করিতেছি।

বিস্তারিত তথ্যাদি নিম্নে প্রদত্ত হইল, যথা ঃ-

১। কোম্পানির/প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ
২। কোম্পানির/প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা ঃ
৩। ব্যবসার ধরন (ব্যক্তি মালিকানাধীন, যৌথ মালিকানাধীন, অংশীদারীত্বমূলক, লিমিটেড কোম্পানি ইত্যাদি) ঃ
৪। যৌথকারবারের ক্ষেত্রে অংশীদারগণ/পরিচালকগণ/ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণের নাম ঃ
৫। কোম্পানির নিবন্ধন সনদপত্র, মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন এবং আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের সত্যায়িত কপি ঃ
৬। কাস্টমস এজেন্টস কর্তৃক দলিলাদিতে স্বাক্ষরদানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির নামঃ
৭। ই-টিআইএন নম্বর ঃ
৮। মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধপত্রের সত্যায়িত কপি ঃ
৯। ভ্যাট নিবন্ধন নম্বর ঃ
১০। ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত কপি ঃ
১১। একাউন্ট নম্বরসহ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নাম ও ঠিকানা ঃ
১২। কোম্পানির/প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিয়োগকৃত জনবলের তালিকা ঃ
১৩। লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন প্রত্যাখান করা হইয়া থাকিলে তাহার কারণ, আবেদনের তারিখ, রেফারেন্স ইত্যাদি উল্লেখ করিতে হইবে।

আমি/আমরা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, আবেদনপত্রে উল্লিখিত তথ্যাদি এবং সংযুক্ত দলিলাদি সঠিক ও সত্য এবং আমি/আমরা কাস্টমস এজেন্টস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০১৬ পড়িয়াছি এবং আমি/আমরা নিশ্চয়তা প্রদান করিতেছি যে, লাইসেন্স পাইলে আমি/আমরা এই বিধিমালার বিধিনাবলীসহ প্রযোজ্য অন্যান্য সকল বিধানাবলী মানিয়া চলিব।

আপনার বিশ্বস্ত,

তারিখ ঃ

(আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও দাপ্তরিক সীল)

সংযুক্তি ঃ (বিধি ৫ এ উল্লিখিত দলিলাদি সংযুক্ত করিয়া সংযোজিত কাগজপত্রের তালিকা দিতে হইবে)
নোট ঃ আবেদনপত্রে কোন প্রকার ঘষামাজা গ্রহণযোগ্য হইবে না।

"ফরম-গ"
রেফারেন্স লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন
(বিধি ১১ দ্রষ্টব্য)

পাসপোর্ট সাইজের ছবি ৩ (তিন) কপি

কোর্ট ফি স্ট্যাম্প

বরাবর,

সভাপতি
লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ

মহোদয়,

আমি/আমরা ---------- কাস্টমস এজেন্ট লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০১৬ এর আওতায় কাস্টমস এজেন্টস হিসেবে ব্যবসা পরিচালনার জন্য আবেদন করিতেছি।

বিস্তারিত তথ্যাদি নিম্নে প্রদত্ত হইল, যথা ঃ-

১। আবেদনকারীর পূর্ণ নাম ঃ
২। জাতীয়তা ঃ
৩। প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ
৪। প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা ঃ

৫। ব্যবসার ধরন (ব্যক্তি মালিকানাধীন, যৌথ মালিকানাধীন, অংশীদারীত্বমূলক, লিমিটেড কোম্পানী ইত্যাদি) ঃ
৬। যৌথকারবারের ক্ষেত্রে অংশীদারগণ/পরিচালকগণ/ ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণের নাম ঃ
৭। লাইসেন্সি কর্তৃক দলিলাদিতে স্বাক্ষরদানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির নাম ঃ
৮। আবেদনকারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ
৯। ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন ও ভ্যাট নিবন্ধন নম্বর ঃ
১০। একাউন্ট নম্বরসহ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নাম ও ঠিকানা ঃ
১১। প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিয়োগকৃত জনবলের তালিকা ঃ
১২। ফরম 'চ' তে প্রদত্ত লাইসেন্সের সত্যায়িত অনুলিপি ঃ
১৩। রেফারেন্স লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন ইতিপূর্বে প্রত্যাখ্যান করা হইয়া থাকিলে তাহার কারণ, আবেদনের তারিখ, রেফারেন্স ইত্যাদি উল্লেখ করিতে হইবে ঃ

আমি/আমরা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, আবেদনপত্রে উল্লিখিত তথ্যাদি এবং সংযুক্ত দলিলাদি সঠিক ও সত্য এবং আমি/আমরা কাস্টমস এজেন্টস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০১৬ পড়িয়াছি এবং আমি/আমরা নিশ্চয়তা প্রদান করিতেছি যে, লাইসেন্স পাইলে আমি/আমরা এই বিধিমালার বিধিনাবলীসহ প্রযোজ্য অন্যান্য সকল বিধানাবলী মানিয়া চলিব।

আপনার বিশ্বস্ত,

তারিখ ঃ

(আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও দাপ্তরিক সীল)

সংযুক্তি ঃ (বিধি ৫ এ উল্লিখিত দলিলাদি সংযুক্ত করিয়া সংযোজিত কাগজপত্রের তালিকা দিতে হইবে)
নোট ঃ আবেদনপত্রে কোন প্রকার ঘষামাজা গ্রহণযোগ্য হইবে না।

"ফরম-ঘ"
নিরাপত্তা জামানত
[বিধি ৫(৬)(খ) দ্রষ্টব্য]

২০-- সনের ----------নম্বর

এই দলিল দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবগত করানো যাইতেছে যে, আমরা এই মর্মে বাংলাদেশ সরকারের নিকট . . . . . টাকার দায়ে আমরা দৃঢ় ভাবে আবদ্ধ যা পরিশোধের জন্য আমি নিজেকে এবং আমাদের প্রত্যেককে, আমাদের এবং আমাদের সকল উত্তরাধিকার, নির্বাহক এবং

প্রশাসক উক্ত অর্থ পরিশোধে আজ দুই হাজার ------ সনের ----------মাসের -------- তারিখ দায়বদ্ধ ও দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইলাম।

যেহেতু কথিত ---------- Customs Act 1969, (Act No. IV of 1969) এর ধারা ২০৭ এর আওতায় কাস্টমস এজেন্ট হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং কথিত ---------- ধারা ২১৯, উক্ত আইনের তৃতীয় তফশীলের ২১ নং দফার সহিত পঠিতব্য, এর অধীন প্রণীত বিধিমালার আওতায় আবশ্যক এই বন্ডে আবদ্ধ হইতে সম্মত হইলাম, এবং

যেহেতু কথিত ---------- বাংলাদেশ সরকারের সহিত আমার, আমার করণীক এবং কর্মচারীর কাস্টম হাউস প্রবিধান এবং সেখানকার কর্মকর্তাদের সাথে বিশ্বস্ত আচরণের জন্য নিরাপত্তা জামানতে আবদ্ধ হইলাম।

অতঃপর উপরিল্লিখিত বন্ডের শর্ত এই যে যদি কথিত ---------- এবং তাহার করণিক এবং কর্মচারী এই লাইসেন্স ধারনকালে নিজেরা উপরে বর্ণিত আচরণ কাস্টম হাউসের প্রবিধান মোতাবেক বিশ্বস্ততার সহিত সম্পাদন এবং কাস্টমস এজেন্ট হিসাবে তাহার কর্মকান্ড এবং যদি কথিত ---------- এবং তাহাদের নির্বাহক বা প্রশাসক কৃতকর্ম এবং সকল সময় বাংলাদেশ সরকারের অনুকূলে সকল এবং সমুদয় অর্থ যা কথিত ---------- বা তাহার করণিক বা কর্মচারীর বৈধ পদ্ধতিতে কৃত অবৈধ কর্মকান্ড বা অবহেলার জন্য প্রাপ্য হইয়াছে তাহা বাংলাদেশ সরকারের অনুকূলে প্রদান করা না হয় তবে উপরিল্লিখিত বন্ড অকার্যকর হইবে। অন্যথায় এটি সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী থাকিবে এবং ইহার ভিত্তিতে এই মর্মে সম্মত হইয়া ঘোষণা করা হইতেছে যে, বাংলাদেশ সরকারের উপরিবর্ণিত কথিত --------- টাকা যাহা তাহার করণিক বা কর্মচারী বৈধ পদ্ধতিতে কৃত অবৈধ কর্মকান্ড বা অবহেলার জন্য সরকার প্রাপ্য হইয়াছে তাহা বাংলাদেশ সরকারের অনুকূলে পরিশোধের জন্য ব্যবহৃত করা যাইবে এবং এই মর্মে সম্মত হইয়াছি যে কথিত ---------- টাকা বাংলাদেশ সরকারের অনুকূলে ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত রক্ষিত থাকিবে যাহাতে কথিত ---------- কাস্টমস এজেন্ট লাইসেন্স বাতিল হওয়ার পর তাহার দ্বারা সংগঠিত কিন্তু উদ্‌ঘাটিত হয়নি এমন বৈধ পদ্ধতিতে কৃত অবৈধ কর্মকান্ড বা অবহেলার জন্য প্রাপ্য অর্থ সরকার কর্তৃক আদায়ের জন্য এই বন্ড উল্লিখিত ৬(ছয়) মাস সময়ের জন্য কার্যকর থাকিবে। (ইহা আরও সম্মত হইয়াছি যে বাংলাদেশ সরকারের উপরে উল্লিখিত ---------- টাকা কথিত ---------- কর্তৃক তাহার আমদানিকারকের পক্ষে কৃত কোন কার্যক্রমের ফলে কম পরিশোধিত শুল্ক বা অন্য কোন চার্জ সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিশোধের জন্য এই বন্ড কার্যকর হইতে পারে যদিও Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর section 32 অনুযায়ী দাবীনামা ইতোমধ্যে জারীকৃত হইয়াছে)।

উপস্থিত সাক্ষীগনের উপস্থিতিতে উপরিল্লিখিত নামীয় কর্তৃক স্বাক্ষরিত, সীলমোহরকৃত ও সরবরাহকৃত।

আমার সম্মুখে সম্পাদিত
২০-- সনের ---------তারিখ

১।----------
২।----------
লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ

"ফরম-ঙ"
বন্ড সম্পাদন
[বিধি ৫(৬)(গ) দ্রষ্টব্য]

২০-- সনের ----------নম্বর

এই দলিল দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবগত করানো যাইতেছে যে, আমরা ---------- -------- (ক) ---------- (খ) এই মর্মে বাংলাদেশ সরকারের নিকট ---------- টাকার দায়ে আমরা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ যা পরিশেধের জন্য আমি নিজেকে এবং আমাদের প্রত্যেককে, আমাদের এবং আমাদের সকল উত্তরাধিকার, নির্বাহক এবং প্রশাসক উক্ত অর্থ পরিশোধে আজ দুই হাজার ------ সনের -------মাসের -------- তারিখ দায়বদ্ধ ও দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইলাম।

যেহেতু কথিত ---------- (ক) ---------- ---------- Customs Act 1969, (Act No. IV of 1969) এর ধারা ২০৭ এর আওতায় কাস্টমস এজেন্ট হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং কথিত ---------- ---------- (খ) ---------- ধারা ২১৯, উক্ত আইনের তৃতীয় তফশীলের ২১ নং দফার সহিত পঠিতব্য, এর অধীন প্রণীত বিধিমালার আওতায় আবশ্যক এই বন্ডে আবদ্ধ হতে সম্মত হইলাম এবং যেহেতু কথিত ---------- বাংলাদেশ সরকারের সহিত আমার, আমার করণিক এবং কর্মচারীর কাস্টম হাউস প্রবিধান এবং সেখানকার কর্মকর্তাদের সাথে বিশ্বস্ত আচরণের জন্য নিরাপত্তা জামানতে আবদ্ধ হইলাম।

অতঃপর উপরে লিখিত বন্ড এর শর্ত হইতেছে এই যে কথিত ---------- (ক) ----------উভয়ই এই প্রাধিকার ধারনকালে কাস্টম হাউসের প্রবিধান অনুযায়ী বিশ্বস্ততার ও দুর্নীতিবিহীনভাবে সর্বদা কার্য সম্পাদন করিব এবং কাস্টমস এজেন্ট হিসাবে তাহার কার্যক্রম এবং (খ) ---------- তাহাদের নির্বাহক বা প্রশাসক কৃতকর্ম এবং সকল সময় বাংলাদেশ সরকারের অনুকূলে সকল এবং সমুদয় অর্থ যা কথিত ---------- ---------- (ক) ---------- এর বৈধ পদ্ধতিতে কৃত অবৈধ কর্মকান্ড বা অবহেলার জন্য প্রাপ্য হইয়াছে তাহা বাংলাদেশ সরকারের অনুকূলে প্রদান করা না হয় তবে উপরিল্লিখিত বন্ড অকার্যকর হইবে, অন্যথায় এটি সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী থাকিবে।

উপস্থিত সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে উপরিল্লিখিত নামীয় কর্তৃক স্বাক্ষরিত, সীলমোহরকৃত ও সরবরাহকৃত।

আমার সম্মুখে সম্পাদিত
২০-- সনের ---------তারিখ

১।----------
২।----------

লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ

"ফরম-চ"
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
..... কাস্টম হাউস/কমিশনারেট

কাস্টমস এজেন্ট লাইসেন্স
[(বিধি ৫(৭) দ্রষ্টব্য]

পাসপোর্ট সাইজের ছবি ১ (এক) কপি

Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর section 207 এর আওতায় ---------- কাস্টম হাউস/কাস্টমস স্টেশনে ক্লিয়ারিং ফরোয়ার্ডিং ও শিপিং এজেন্ট হিসাবে ব্যবসা পরিচালনার জন্য কাস্টমস এজেন্টস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ৫(৭) মোতাবেক এই লাইসেন্স প্রদান করা হইল।

লাইসেন্স নম্বর	ঃ
ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের নাম	ঃ
ঠিকানা	ঃ
টেলিফোন / ফ্যাক্স / ই-মেইল	ঃ

এই লাইসেন্সটি হস্তান্তরযোগ্য নয় এবং বিধিমালায় বর্ণিত কোন কারণে বাতিল, সাময়িকভাবে স্থগিত বা নবায়ন করা না হইলে ইস্যুর তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য বহাল থাকিবে।

২। এই লাইসেন্স ..... কাস্টম হাউস/কাস্টমস স্টেশনের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

তারিখ ঃ (লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সীল)
পূর্ণ ঠিকানা ঃ

লাইসেন্স নবায়ন-

.....হইতে .....পর্যন্ত

কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

"ফরম-ছ"

কাস্টমস দলিলপত্র, ইত্যাদিতে স্বাক্ষর প্রদানের ক্ষমতাপত্র
[বিধি ১৫ দ্রষ্টব্য]

প্রেরক,
জনাব/মেসার্স ----------

প্রাপক,
সভাপতি
লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ,

---।

মহোদয়,

আমি/আমরা ----------, ঠিকানা ---------- যথাবিহিত সন্মানপূর্বক জানাচ্ছি যে, আমরা নিম্নবর্ণিত সহকারী, ক্লার্ক বা ---------- কাস্টমস এজেন্ট এর প্রতিনিধিকে কাস্টম হাউস/ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় যথাঃ (১) কাস্টমস দলিল যেমন বিল অব এন্ট্রি, বিল অব এক্সপোর্ট, ইত্যাদি (২) মেনিফেস্ট, ফেরৎ আদেশ বা ড্র-ব্যাকের বিলে স্বাক্ষর প্রদান (৩) অর্থ গ্রহণ বা প্রাপ্তি আনুমোদন, প্রভৃতি পরিচালনার জন্য স্বাক্ষরের ক্ষমতা অর্পণ করিলাম।

সংরক্ষণের জন্য এধরনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত সকলের চারটি নমুনা স্বাক্ষর এই সাথে সংযুক্ত করা হইল।

আমি/আমরা এই মর্মে স্বীকৃতি প্রদান করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত বিষয় সংশ্লিষ্ট কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে এই স্বাক্ষরগুলি এই প্রতিষ্ঠানের এবং উপরে বর্ণিত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কার্য সম্পাদনে কোন দায় দায়িত্বের উদ্ভব হইলে

তাহা আমরা এমন ভাবে গ্রহণ করিব যেন এই স্বাক্ষরগুলি আমি/আমাদের ফার্ম কর্তৃক সম্পাদিত।

আপনার বিশ্বস্ত

১। জনাব---------- স্বাক্ষর----------
২। জনাব---------- স্বাক্ষর----------
(২.০০ টাকা মূল্যমানের কোর্ট ফি স্টাম্প সংযুক্ত)
৩। জনাব---------- স্বাক্ষর----------
৪। জনাব---------- স্বাক্ষর----------

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ নজিবুর রহমান)
চেয়ারম্যান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা

(কাস্টমস)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২ জুন, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ১৮৮-আইন/২০১৬/৩৭/কাস্টমস।– Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর section 219, section 219A এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**- (১) এই বিধিমালা কাস্টমস রুলিং (অগ্রিম) বিধিমালা, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**– বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়–

(ক) "অগ্রিম রুলিং (advance ruling)" অর্থ বিধি ৯ এর উপ-বিধি (২) এর অধীন জারীকৃত অগ্রিম রুলিং;

(খ) "অগ্রিম রুলিং ইউনিট (advance ruling unit)" অর্থ বিধি ৪ এর অধীন গঠিত অগ্রিম রুলিং ইউনিট;

(গ) ''অভিন্ন পণ্য (Identical goods)" অর্থ এইরূপ পণ্য, যাহা-

(১) শ্রেণিবিন্যাস নির্ধারণের জন্য প্রক্রিয়াধীন পণ্যের দৈহিক বৈশিষ্ট্য, মান ও খ্যাতিসহ সর্বক্ষেত্রে পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস প্রভাবিত করে না এইরূপ বাহ্যিক সামান্য পার্থক্য ব্যতীত, একইরূপ; এবং

(২) শ্রেণিবিন্যাস নির্ধারণের জন্য প্রক্রিয়াধীন পণ্য যে দেশে উৎপাদিত, সেই দেশে উৎপাদিত;

(ঘ) "আইন" অর্থ Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969);

(ঙ) "আবেদন" অর্থ বিধি ৭ এর অধীন দাখিলকৃত কোন আবেদন;

(চ) ''আবেদনকারী'' অর্থ অগ্রিম রুলিং চাহিয়া বোর্ডের নিকট আবেদনকারী কোন ব্যক্তি;

(ছ) "ট্রাইব্যুনাল" অর্থ আইনের section 196 এর অধীন গঠিত Appellate Tribunal (Customs, Excise and মূল্য সংযোজন কর Appellate Tribunal);

(জ) "পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস" অর্থ World Customs Organization কর্তৃক নির্ধারিত Harmonized Commodity Description and Coding System অনুযায়ী নিরুপিত কোন পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস;

(ঝ) "ফরম" অর্থ এই বিধিমালার ফরম;

(ঞ) "বোর্ড" অর্থ National Board of Revenue Order, 1972 (President's Order No. 76 of 1972) এর অধীন গঠিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড;

(ট) "ব্যক্তি" অর্থ আইন এর section 2(pp) তে সংজ্ঞায়িত person;

(ঠ) "রুলিংধারী (ruling holder)" অর্থ কোন ব্যক্তি যাহার অনুকূলে কোন অগ্রিম রুলিং জারী করা হইয়াছে।

৩। **অগ্রিম রুলিং**।- কোন ব্যক্তি, এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, কোন পণ্য আমদানি বা রপ্তানির পূর্বে উহার শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে বোর্ডের অগ্রিম রুলিং গ্রহণ করিতে পারিবে।

৪। **অগ্রিম রুলিং ইউনিটের গঠন**।- (১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ড অগ্রিম রুলিং প্রদানের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি অগ্রিম রুলিং ইউনিট গঠন করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) বোর্ডের কাস্টমস নীতি বিষয়ক কর্মকান্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত বোর্ডের কোন সদস্য, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) কাস্টমস অগ্রিম রুলিং ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত বোর্ডের কোন প্রথম সচিব ;

(গ) কাস্টমস অগ্রিম রুলিং ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত বোর্ডের কোন দ্বিতীয় সচিব, যিনি ইহার সদস্য সচিবও হইবেন।

(২) সভাপতি অগ্রিম রুলিং ইউনিটের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের সুবিধার্থে, সময়ে সময়ে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন যে কোন কাস্টমস কর্মকর্তা বা অন্য কোন ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবেন।

৫। **অগ্রিম রুলিং ইউনিটের কার্যপরিধি।-** অগ্রিম রুলিং ইউনিটের কার্যপরিধি হইবে নিম্নরূপ, যথা:

(ক) কোন পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস নিরূপণ;

(খ) পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কিত কোন বিধান অথবা পদ্ধতিগত কোন পরিবর্তন, যাহা কোন রুলিং এর কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করে, উহা সংশ্লিষ্টদের অবহিত করা;

(গ) অগ্রিম রুলিং এর ব্যবহার অথবা প্রয়োগ সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণ; এবং

(ঘ) অগ্রিম রুলিং ডাটাবেইজ প্রতিষ্ঠা এবং সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য উহা সহজলভ্যকরণ।

৬। **আবেদনকারীর যোগ্যতা।-** অগ্রিম রুলিং প্রাপ্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত নিম্নবর্ণিত কোন ব্যক্তি আবেদন করিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) আমদানিকারক, রপ্তানিকারক বা তৎকর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তি;

(খ) আবেদনে উল্লিখিত বিষয়ে সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে এমন কোন ব্যক্তি বা তৎকর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তি।

ব্যাখ্যা: এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত" অর্থ বাংলাদেশের কোন স্থায়ী অধিবাসী এবং বাংলাদেশে অবস্থানের অনুমতিপ্রাপ্ত বা আইনগতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ও নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিসংঘ।

৭। **আবেদন দাখিল ও আনুষাঙ্গিক বিষয়াদি।-** (১) অগ্রিম রুলিং প্রাপ্তির লক্ষ্যে ফরম অনুযায়ী কোন আবেদন অগ্রিম রুলিং ইউনিটের নিকট সরাসরি, ডাকযোগে, কুরিয়ারযোগে বা ই-মেইলযোগে বা ফ্যাক্সযোগে দাখিল করিতে হইবে।

(২) আবেদনের সহিত আবেদনকারী কর্তৃক প্রত্যায়িত প্রয়োজনীয় তথ্য ও দলিলাদি সংযোজন করিতে হইবে।

(৩) আবেদনের সহিত অগ্রিম রুলিং ফি বাবদ 'সভাপতি, অগ্রিম রুলিং ইউনিট, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড' এর অনুকূলে ২,০০০ (দুই হাজার) টাকার একটি অফেরতযোগ্য পে অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফট দাখিল করিতে হইবে।

(৪) আমদানি বা রপ্তানি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিল অব এন্ট্রি বা বিল অব এক্সপোর্ট দাখিলের ন্যূনতম ৬০(ষাট) কার্যদিবস পূর্বে অগ্রিম রুলিং এর জন্য আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(৫) কোন ব্যক্তি একই সময়ে একাধিক আবেদন দাখিল করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, একটি আবেদনে কেবল একটি পণ্য বা আইটেম অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে।

(৬) আবেদনকারী আবেদিত বিষয়ে মৌখিক বক্তব্য প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইলে উহা আবেদন ফরমে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৭) আবেদন দাখিলের ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে অথবা, ক্ষেত্রমত, আবেদনকারী কর্তৃক বিধি ৮ এর উপ-বিধি (২) এর অধীন সময়সীমা বৃদ্ধির অনুরোধের প্রেক্ষিতে অগ্রিম রুলিং ইউনিট কর্তৃক বর্ধিত সময়ের মধ্যে উক্ত আবেদন প্রত্যাহার করা যাইবে।

৮। **অগ্রিম রুলিং বিষয়ক আবেদন প্রক্রিয়াকরণ**।- (১) আবেদন প্রাপ্ত হইবার পর অগ্রিম রুলিং ইউনিট উহার প্রাপ্তি স্বীকার করিবে।

(২) আবেদন প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত ইউনিট আবেদন ও উহার সহিত দাখিলকৃত দলিলাদি প্রাথমিকভাবে যাচাই করিবে, এবং অতিরিক্ত কোন তথ্য বা দলিলাদি প্রয়োজন হইলে ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে উহা দাখিলের জন্য আবেদনকারীকে অনুরোধ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অগ্রিম রুলিং ইউনিট আবেদনকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত সময়সীমা আরও ১৫ (পনের) দিন বর্ধিত করিতে পারিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) অনুযায়ী চাহিত অতিরিক্ত তথ্য বা দলিলাদি আবেদনকারী নির্ধারিত সময়ের বা, ক্ষেত্রমত বর্ধিত সময়ের, যদি থাকে, মধ্যে দাখিল না করিলে আবেদন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) আবেদনটি পরীক্ষা এবং আবেদনের সহিত দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদি এবং অতিরিক্ত তথ্য ও দলিলাদি, যদি থাকে, যাচাই-বাছাই করিয়া, অগ্রিম রুলিং ইউনিট অগ্রিম রুলিং বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৫) অগ্রিম রুলিং ইউনিট উপ-বিধি (৪) এর অধীন আবেদনপত্র ও দলিলাদি যাচাই বাছাইকালে প্রয়োজনে কোন তৃতীয় পক্ষ অথবা বিশেষজ্ঞ অথবা বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের মতামত গ্রহণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আবেদনকারীর মৌখিক বক্তব্য গ্রহণ করিতে পারিবে।

৯। **অগ্রিম রুলিং জারী**।- (১) কোন আবেদন দাখিল হইবার ৪৫ (পয়তাল্লিশ) কার্যদিবসের মধ্যে অগ্রিম রুলিং ইউনিট বিধি ৮ এর উপ-বিধি (৪) এর অধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণান্তে উহা নিস্পত্তি করিবে।

(২) অগ্রিম রুলিং ইউনিট ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে রুলিং নাম্বার এবং জারীর তারিখ উল্লেখপূর্বক আবেদনকারী বরাবর পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কিত অগ্রিম রুলিং জারী করিবে অথবা শ্রেণিবিন্যাস করা সম্ভব না হইলে, কারণ উলেখ করিয়া, উহা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ১৫(পনের) কার্যদিবসের মধ্যে তাহাকে অবহিত করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন অগ্রিম রুলিং জারী বা কোন তথ্য অবহিতকরণের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক মাধ্যম অগ্রাধিকার পাইবে।

(৪) অগ্রিম রুলিং পত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখ করিতে হইবে, যথা:-

(ক) আবেদনকারীর নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা;

(খ) আবেদন দাখিলের তারিখ;

(গ) যে বিষয় বা আইটেমের জন্য রুলিং এর আবেদন করা হইয়াছে উহার বিশদ বিবরণ;

(ঘ) অগ্রিম রুলিং এ প্রদত্ত শ্রেণিবিন্যাস এবং উক্ত শ্রেণিবিন্যাসের পক্ষে যুক্তি;

(ঙ) অগ্রিম রুলিং এর কার্যকারিতার মেয়াদ;

(চ) আবেদনকারী কিভাবে এবং কোন্ সময়সীমার মধ্যে উক্ত রুলিং পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন সেই বিষয়ে দিক-নির্দেশনা; এবং

(ছ) রুলিংধারী কিভাবে উক্ত রুলিং ব্যবহার করিবেন সেই বিষয়ে দিক-নির্দেশনা।

১০। **অগ্রিম রুলিং জারী করা হইবে না এমন ক্ষেত্র**।- (১) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে অগ্রিম রুলিং ইউনিট কোনরূপ অগ্রিম রুলিং জারী করিবে না, যথা:-

(ক) আবেদনে উল্লিখিত বিষয়টি কোন সরকারি সংস্থা, আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিকট বিবেচনাধীন বা বিচারাধীন থাকিলে;

(খ) আবেদনে উল্লিখিত বিষয়ে ইতোমধ্যে আদালত বা ট্রাইব্যুনাল সিদ্ধান্ত প্রদান করিলে; এবং

(গ) যে ক্ষেত্রে সকল বস্তুগত ঘটনা (material facts) যথাযথভাবে নিরূপণ করা সম্ভব নয়।

(২) অগ্রিম রুলিং ইউনিট কর্তৃক কোন আবেদন প্রত্যাখান করা হইলে, প্রত্যাখানের ভিত্তি (ground) পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত একই ব্যক্তি একই পণ্য বা আইটেম সম্পর্কে নূতন করিয়া আবেদন করিতে পারিবেন না।

১১। **অগ্রিম রুলিং প্রতিপালনের বাধ্যবাধকতা।**- (১) অগ্রিম রুলিং প্রতিপালন করা নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি বা দপ্তরের জন্য আবশ্যকীয় হিসাবে গণ্য হইবে, যথা:-

(ক) রুলিংধারী; এবং

(খ) সকল কাস্টমস স্টেশন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত রুলিং অভিন্ন পণ্যের শুল্কায়নের ক্ষেত্রে অন্য কোন আমদানিকারক, রপ্তানিকারক বা ব্যক্তি রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করিতে পারিবেন।

১২। **অগ্রিম রুলিং এর মেয়াদ।**- আইন, বিধি বা সরকারের কোন সিদ্ধান্তের পরিবর্তন না হইলে, কোন অগ্রিম রুলিং উহা জারী হইবার তারিখ হইতে ১৮ (আঠার) মাস পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে।

১৩। **অগ্রিম রুলিং সংশোধন অথবা রদ বা বাতিল।**- (১) অগ্রিম রুলিং ইউনিট নিম্নবর্ণিত পরিস্থিতিতে কোন রুলিং যে কোন সময়ে সংশোধন করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) প্রাসঙ্গিক আইন বা বিধি সংশোধিত হওয়ায় সংশোধিত আইন বা বিধির ব্যাখ্যার (interpretation) সাথে উক্ত অগ্রিম রুলিং আর সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়;

(খ) অগ্রিম রুলিং যেই প্রেক্ষিতের (views) ভিত্তিতে প্রদান করা হইয়াছে উহা পরিবর্তিত হইলে;

(গ) একই পণ্যের ক্ষেত্রে ভিন্নরূপ (conflicting) রুলিং প্রদান করা হইলে; এবং

(ঘ) অগ্রিম রুলিং ইউনিট অগ্রিম রুলিং এর কোন ভুল বা ত্রুটি চিহ্নিত করিলে অথবা কোন কাস্টমস স্টেশন বা রুলিংধারী রুলিং এর কোন ভুল বা ত্রুটি উক্ত ইউনিটের নজরে আনিলে।

(২) রুলিংধারী ইচ্ছাকৃতভাবে অসম্পূর্ণ, অসত্য বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করিয়া অথবা প্রাসঙ্গিক তথ্য গোপন করিয়া অগ্রিম রুলিং গ্রহণ করিলে অগ্রিম রুলিং ইউনিট যে কোন সময়ে উহা রদ বা বাতিল করিতে পারিবে।

(৩) অসম্পূর্ণ, অসত্য বা বিভ্রান্তিকর তথ্যের ভিত্তিতে অগ্রিম রুলিং গ্রহণ করা হইলে, রুলিং ভূতাপেক্ষভাবে সংশোধন, রদ বা বাতিল করা যাইবে এবং অগ্রিম রুলিং জারীর তারিখ হইতে উহা সংশোধন, রদ বা বাতিলের তারিখের মধ্যে কোন পণ্য আমদানি বা রপ্তানির ক্ষেত্রে কোন সুবিধা গ্রহণ করিয়া থাকিলে উহা আদায় করা যাইবে।

(৪) অগ্রিম রুলিং এর কোন ভুল বা ত্রুটি শুল্কায়ন কার্যক্রম চলমান অবস্থায় কোন কাস্টমস স্টেশন কর্তৃক চিহ্নিত হইলে, অগ্রিম রুলিং এর আলোকে আইনের ধারা ৮১ এর অধীন রাজস্ব সুরক্ষাসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করত: সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশন অনতিবিলম্বে বিষয়টি অগ্রিম রুলিং ইউনিটের গোচরীভূত করিবে।

(৫) রুলিংধারীর কোন কার্যক্রমের জন্য উপ-বিধি (২) এর অধীন অগ্রিম রুলিং রদ বা বাতিল করা হইলে, উক্ত কার্যক্রমকে আইনের ধারা ৩২ এর অধীন কৃত অপরাধ হিসাবে গণ্য করিয়া প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

(৬) অগ্রিম রুলিং সংশোধন, রদ বা বাতিলের পূর্বে রুলিংধারীকে বিষয়টি অবহিত করিতে হইবে এবং রুলিংধারী ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহাকে ব্যক্তিগত শুনানির সুযোগ প্রদান করা যাইবে।

(৭) অগ্রিম রুলিং সংশোধন, রদ বা বাতিল করা হইলে উক্ত সংশোধন, রদ বা বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে উহা অবহিত হইবার ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে বিধি ১৪ এর অধীন অগ্রিম রুলিং ইউনিটের নিকট রিভিউ আবেদন দাখিল করা যাইবে মর্মে উক্ত আদেশে উল্লেখ থাকিতে হইবে।

১৪। **অগ্রিম রুলিং এর রিভিউ**।- (১) বিধি ৯ এর অধীন জারীকৃত অগ্রিম রুলিং অথবা বিধি ১৩ এর অধীন রুলিং এর সংশোধন, রদ বা বাতিল বিষয়ক সিদ্ধান্তে রুলিংধারী সংক্ষুব্ধ হইলে অগ্রিম রুলিং ইউনিটের নিকট উক্ত সিদ্ধান্ত রিভিউ এর জন্য লিখিতভাবে আবেদন করিতে পারিবে।

(২) রিভিউ এর আবেদন রুলিং প্রাপ্তির বা, ক্ষেত্রমত, রুলিং এর সংশোধন, রদ বা বাতিলের বিষয়ে অবহিত হইবার, তারিখ হইতে ৬০(ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে, এবং উহাতে উক্তরূপ আবেদনের যৌক্তিকতা সবিস্তারে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৩) অগ্রিম রুলিং ইউনিট রিভিউ আবেদন প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে উহা নিস্পত্তি করিবে।

১৫। **অগ্রিম রুলিং এর প্রকাশনা**।- বোর্ড সকল অগ্রিম রুলিং সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে উক্তরূপ রুলিং এর একটি ডাটাবেইজ প্রতিষ্ঠা করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে উক্তরূপ রুলিং প্রকাশের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক মাধ্যম অগ্রাধিকার পাইবে:

আরো শর্ত থাকে যে, কোন আবেদনকারী কোন তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিলে কোন রুলিং সর্বসাধারনের জন্য প্রকাশকালে উক্ত সুনির্দিষ্ট তথ্য গোপন রাখিতে হইবে।

ফরম

পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস বিষয়ে অগ্রিম রুলিং এর জন্য আবেদন
(বিধি ৭(১) দ্রষ্টব্য)

এই ফরম পূরণ করিতে আপনার ৩০ মিনিট সময় প্রয়োজন হইবে।

এই ফরম পূরণের পূর্বে শেষ পৃষ্ঠায় বর্ণিত নির্দেশিকা পড়ুন।
এই ফরম পূরণ করিতে আপনার নিম্নবর্ণিত তথ্যের প্রয়োজন হইবে:

(ক) পণ্যের ক্যাটালগ/ব্রুশিওর
(খ) পণ্যের সবিস্তার বর্ণনা বা স্পেসিফিকেশন বা তথ্য উপাত্ত
(গ) উপাদান (ingredients) বা রাসায়নিক বা বস্তুগত গঠন (composition)
(ঘ) উৎপাদন প্রক্রিয়া
(ঙ) অন্যান্য বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা অবস্থাজ্ঞাপক (যদি থাকে)।

প্রতিটি আবেদনের জন্য ফি বাবদ ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা প্রদেয় হইবে। একটি আবেদন কেবল **একটি পণ্যের** শ্রেণিবিন্যাসের জন্য প্রযোজ্য। যে অগ্রিম রুলিং জারী করা হইবে উহা বাংলাদেশে ব্যবহারের জন্য প্রযোজ্য।

ফরমটি পূরণের পর উহা প্রয়োজনীয় সকল দলিলসহ অগ্রিম রুলিং ইউনিটের নিকট দাখিল করিতে হইবে (সরাসরি/ডাকযোগে/কুরিয়ারযোগে/ই-মেইল যোগে/ফ্যাক্সযোগে)।

দাপ্তরিক ব্যবহারের জন্য	
অগ্রিম রুলিং আবেদন নং:	আবেদন গ্রহণের তারিখ:
রিসিট নং:	ফি পরিশোধের তারিখ:

সেকশন ১ : আবেদনকারীর বিবরণ

আবেদনকারীর ধরণ:

☐ **আমদানিকারক** ☐ **রপ্তানিকারক** ☐ **অন্যান্য**

ফার্ম/কোম্পানি/ব্যক্তির নাম:	Business Identifiction Number (BIN) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

ফার্ম/কোম্পানি/ব্যক্তির ঠিকানা:	
কনটাক্ট পারসন:	পদবি:
জাতীয় পরিচয় পত্র/পাসপোর্ট/জন্মসনদ নম্বর (ব্যক্তির ক্ষেত্রে):	ই-মেইল:
টেলিফোন নং (মোবাইলসহ):	ফ্যাক্স নং:
সেকশন ২ : পণ্যের পূর্ণ বর্ণনা	
পণ্যের জেনেরিক, বাণিজ্যিক এবং প্রচলিত নাম:	ব্র্যান্ড/মডেল নম্বর:
উৎস দেশ (কান্ট্রি অব অরিজিন):	আর্ট নম্বর, পার্ট নম্বর:
উৎপাদক:	
বিবেচনাধীন পণ্য ব্যবহারের ক্ষেত্র:	
পণ্যটি যে ভৌত অবস্থায় (Form)/প্রকৃতিতে আমদানি করা হইবে:	
পণ্যের গঠন (Composition):	
পণ্যের কারিগরী বর্ণনা :	
পণ্যের উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিবরণ (ফুড এবং বেভারেজ এর ক্ষেত্রে) :	
বিবেচ্য পণ্য আমদানি বা রপ্তানি করা হইবে উহার নাম (যদি জানা থাকে) :	
রপ্তানিকারক বা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)- (ক) নাম: (খ) ঠিকানা: (গ) ই-মেইল: (ঘ) ওয়েব ঠিকানা :	
যে কাস্টমস স্টেশনের মাধ্যমে বিবেচ্য পণ্য আমদানি বা রপ্তানি করা হইবে, উহার নাম (যদি জানা থাকে) :	
লিয়েন ব্যাংকের নাম, ঋণপত্র বা চুক্তিপত্র এবং প্রোফরমা ইনভয়েস বা ক্রয় আদেশ নাম্বার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :	
যে উপাদান বা কম্পোনেন্টের সমন্বয়ে পণ্যটি গঠিত তাহার রাসায়নিক গঠন, বস্তুগত গঠন ইত্যাদি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :	

এই পণ্য কি আপনি এইবারই প্রথম আমদানি/রপ্তানি করিতেছেন? ☐ হাঁ ☐ না উত্তর 'না' হইলে, পূর্বে ব্যবহৃত এইচ.এস.কোড উল্লেখ করুন: .....

এই বিষয়ে পূর্বে রুলিং পাইয়াছেন কি? ☐ হাঁ ☐ না উত্তর ' হাঁ' হইলে, রুলিং নাম্বার উল্লেখ করুন:	আবেদনের সাথে আইডিএম (Illustrative Descriptive Material) সংযুক্ত হইয়াছে কিনা? ☐ হাঁ ☐ না

আবেদনের সাথে পণ্যের স্যাম্পল সংযুক্ত করা হইয়াছে কি না? ☐ হাঁ ☐ না

সেকশন ৩ : আবেদনকারীর মতামত (Opinion) (জায়গা সংকুলান না হইলে পৃথক পাতায় সংযুক্ত করুন)

দাবিকৃত এইচ.এস.কোড:

সেকশন ৪ : ফি পরিশোধ

পরিশোধের মাধ্যম : ☐ ডিমান্ড ড্রাফট	☐ পে অর্ডার
ডিমান্ড ড্রাফট/পে অর্ডার নাম্বার:	

সেকশন ৫ : মৌখিক বক্তব্য প্রদানে ইচ্ছুক কিনা

☐ হাঁ ☐ না

সেকশন ৬ : বাণিজ্য গোপণীয়তা অথবা গোপণীয় বাণিজ্যিক বা আর্থিক তথ্য গোপন রাখিতে চাহেন কিনা

☐ হাঁ ☐ না

(নোট: কী তথ্য গোপন রাখিতে চাহেন, তা পৃথক শীটে উল্লেখ করুন)

সেকশন ৭ : ঘোষণা

(১) এতদ্বিষয়ে আমার কর্তৃক আদালতে কোন মামলা দায়ের করা হয় নাই।

(২) আমি এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করিতেছি যে, এই ফরমে যে তথ্য প্রদান করা হইয়াছে তাহা সত্য এবং সঠিক।

নাম :	স্বাক্ষর:

	তারিখ:

'ফরম' পূরণের নির্দেশিকা:

১। ফরমের সকল ঘর পূরণ করিতে হইবে। কোন ঘর প্রযোজ্য না হইলে 'প্রযোজ্য নয়" লিখিতে হইবে।

২। **সেকশন ২:**

(ক) পণ্যের ব্যবহার উল্লেখের ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে অবশ্যই উক্ত পণ্যের সুনির্দিষ্ট ব্যবহার উল্লেখ না করে তৎপরিবর্তে উহার সাধারণ ব্যবহার উল্লেখ করিতে হইবে। যেমন, তিনি শুধু লেদার কাটিং-এর জন্য কোন যন্ত্র বা মেশিন আমদানি করিলেও যদি উহার সাধারণ ব্যবহার হয় অন্যান্য পণ্য কাটিবার যন্ত্র হিসেবে, তবে উক্ত সাধারণ ব্যবহার অর্থাৎ "লেদার, পাস্টিক, কার্ডবোর্ড এবং পাতলা শীট মেটাল কাটিবার যন্ত্র" হিসাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

(খ) পণ্যের গঠনের ক্ষেত্রে পণ্যের রাসায়নিক গঠন, বস্তুগত গঠন ইত্যাদি উল্লেখ করিতে হইবে।

(গ) পণ্যটি যে ভৌত অবস্থায় (Form)/প্রকৃতিতে আমদানি করা হইবে উহা বর্ণনার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো উল্লেখ করা যেতে পারে, যথা :-

(অ) উক্ত পণ্য কি এ্যাসেম্বল্ড/আনএ্যাসেম্বল্ড/ডিসএ্যাসেম্বল্ড/এসকেডি (semi-knocked down) অবস্থায় আমদানিকৃত?

(আ) উক্ত পণ্য কি বাল্ক আকারে বা পিস আকারে বা খুচরা বিক্রয়ের জন্য প্যাকেটজাত অবস্থায় আমদানিকৃত?

(ই) উক্ত পণ্য কি পাউডার/সলিড/পানিতে দ্রবনীয় সলিউশন আকারে আমদানিকৃত?

(ঘ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আবেদনের সঙ্গে আইডিএম বা Illustrative Descriptive Material সংযুক্ত করিতে হইবে। কোন পণ্য পূর্ণাঙ্গ এবং সঠিকরূপে সনাক্তকরণের স্বার্থে আইডিএম প্রয়োজন হয়। এ ধরণের সহায়ক দলিলের মধ্যে রয়েছে- স্যাম্পল, কমার্শিয়াল বা বাণিজ্যিক বা টেকনিক্যাল লিটারেচার/ক্যাটালগ, রাসায়নিক বিশ্লেষণ বা অন্যবিধ সচিত্র তথ্য, ইত্যাদি।

৩। **সেকশন-৭ :** আবেদনকারীকে অবশ্যই 'ফরম' স্বাক্ষর করিতে হইবে।

সংযুক্তি:

(১) আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয় পত্র/পাসপোর্ট/জন্মসনদের অনুলিপি(ব্যক্তির ক্ষেত্রে)।

(২) মনোনীত কোন ব্যক্তি কর্তৃক আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে এতদসংশিষ্ট ক্ষমতার্পণপত্র।

(৩) ঋণপত্র বা চুক্তিপত্র এবং প্রোফরমা ইনভয়েস বা ক্রয় আদেশ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

(৪) অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বা অবস্থাজ্ঞাপক বিষয় (যদি থাকে) সম্পর্কিত দলিলাদি।

(৫) পণ্যের গঠন সম্পর্কিত তথ্য/লিটারেচার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

(৬) পণ্যের কারিগরী বর্ণনা সম্পর্কিত তথ্য/লিটারেচার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

(৭) পণ্যের ব্রুশিওর/লিটারেচার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

(৮) পণ্যের সচিত্র (illustrated) ছবি, স্কেচ, ডিজিটাল ফটো, ফ্লো-চার্ট, ইত্যাদি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

(৯) পণ্যের ভৌত অবস্থা (Form) বা প্রকৃতি (যেমন, পাউডার ফরম, সলিড আকার বা পানি মিশ্রিত সলিউশন) সম্পর্কিত প্রমানক/দলিল।

(১০) প্রোডাক্টস স্পেসিফিকেশন শীট (পণ্য সম্পর্কিত তথ্য ইংরেজি ভিন্ন অন্য কোন বিদেশি ভাষায় উল্লেখ থাকিলে উহা ইংরেজি অথবা বাংলায় অনূদিত হইতে হইবে)।

(১১) পণ্যের নমুনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

(১২) পণ্য সম্পর্কিত যে তথ্য গোপন রাখিতে চাহেন উহার বর্ণনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

বিঃদ্রঃ

(১) পূরণকৃত ও স্বাক্ষরিত 'ফরম' সভাপতি, অগ্রিম রুলিং ইউনিট, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রাজস্ব ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-বরাবর দাখিল করিতে হইবে।

(২) সংযুক্তেয় দলিলাদি A4 সাইজের কাগজে দাখিল করিতে হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ নজিবুর রহমান)
চেয়ারম্যান।